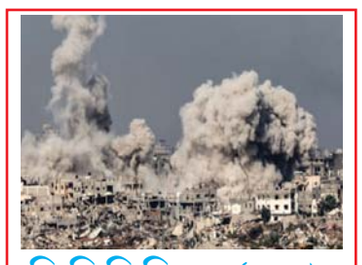

ফিলিস্তিনিদের ‘হত্যার লাইসেন্স’ পেয়েছে ইসরায়েল: আরব লীগ

সারে-জমিন

‘বিনা পয়সার মাস্টার’ এখন বাঁকুড়ার রাজর্ষি

রূপসী বাংলা

নেতানিয়াহুকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে বিপাকে বাইডেন

সম্পাদকীয়

জামালউদ্দিনের হাতে তৈরি রামের মূর্তি যাচ্ছে অযোধ্যায়

সাধারণ

উলভসের কাছে চেলসির হারে ফিরল ২৩ বছর আগের স্মৃতি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩
৮ পৌষ ১৪৩০
১১ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 347 ■ Daily APONZONE ■ 25 December 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কেরলে নতুন ১২৮ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত

আপনজন ডেস্ক: ভারতে ক্রমাগত বাড়ছে করোনা আক্রান্ত। গত ২৪ ঘন্টায়, ৬৫৬ জনের দেহে কোভিড-এ সংক্রামিত পাওয়া গেছে, যা মোট বেড়ে ৩৭৪২ হয়েছে। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, কেরালা থেকে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। কেরালায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১২৮ জন কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন এবং এই রোগে একজনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশব্যাপী ৩৩৪ জন সক্রিয় করোনাভাইরাস সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ১২৮ জন কেরালার, যার ফলে রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩,০০০ এ পৌঁছেছে। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, কেরালায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

সম্প্রীতির অনন্য নজির দক্ষিণ ভারতের চার জেলায়

বন্যা দুর্গত হিন্দুদের জন্য মসজিদ খুলে দেওয়া হল তামিলনাড়ুতে

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ তামিলনাড়ুর চারটি জেলা তিরুনেলভেলি, থুথুকুড়ি, কন্যাকুমারী এবং রামনাথপুরমে ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে বন্যার রূপ নেওয়ায় অনেক এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বহু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তাদের উদ্ধার সহ ত্রাণের কাজে মোতায়েন করা হয়েছে। তামিলনাড়ুতে এই কয়েকদিনের সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের সময় কে কেনা ধর্মে তা ভুলে একে অপরের সহায়তা এগিয়ে আসছেন মানুষ। সে ক্ষেত্রে ধর্ম কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। তারই নিদর্শন মিলল তিরুনেলভেলি এবং থুথুকুড়ি জেলায় যেখোনে প্রায় ৫০টি মসজিদকে ত্রাণ শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে, আর তাতে আশ্রয় করে দেওয়া হয়েছে বন্যা কবলিত হিন্দু পরিবারকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বিরল নিদর্শন স্বরূপ যখন প্রবল বর্ষণে অনেক মানুষের বাড়িঘর প্লাবিত হয়, তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের মসজিদের দরজা খুলে দেয় হিন্দুদের জন্য। শুধু তিরুনেলভেলি শহরের কাছে পাটাপাথুর মসজিদে প্রায় ১০০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল, যাদের অনেকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ের। এসডিপিআই-এর মোহাম্মদ গনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সব মসজিদ বিবেচনায় নিলে এ সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। ১৫০টি মসজিদের মধ্যে প্রায় ৩০টি শুধু থুথুকুড়ি জেলায় ত্রাণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে।চার দিন ধরে মসজিদে কোনো নামাজ অনুষ্ঠিত হয়নি, কারণ প্রার্থনা কক্ষটি বন্যাদুর্গতদের দখলে ছিল। অনেক মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্যাকবলিত এলাকায় গিয়ে আটকে পড়া ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার করে মসজিদে নিয়ে আসেন। বন্যাদুর্গতদের দিনে তিনবার গরম খাবার পরিবেশন করা হয় এবং শিশুদের গরম দুধের রুটি ও বিস্কুট পরিবেশন করা হয়। অবিরাম বৃষ্টির কারণে অসুবিধা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকরা মসজিদ প্রাঙ্গণে খাবার প্রস্তুত করেছিলেন এবং এটি গরম পরিবেশন করেছিলেন। মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরা অসুস্থদের ওষুধ সরবরাহ ও বিনামূল্যে কাপড় ও কম্বল বিতরণ করেন। স্বেচ্ছাসেবক নিজাম মামা বলেন, ‘আমরা এনজিও কলোনির মসজিদে থাকা লোকদের বিরিয়ানি পরিবেশন করেছি। মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরা আশেপাশের হোস্টেল ও কোচিং সেন্টারগুলিতে আটকে পড়া অনেক শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে খাবারের প্যাকেট সরবরাহ করেছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্বেচ্ছাসেবক তাকে এমন সুযোগ দেওয়ার জন্য ‘আল্লাহকে’ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘যদিও এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয় না, একজন মুসলিম হিসেবে আমি ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার সেবা করতে পেরে গর্ববোধ করি।

ছত্তিশগড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত তিন মাওবাদী

আপনজন ডেস্ক: ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে অন্তত তিন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। পুলিশ মহাপরিদর্শক (বস্তার রেঞ্জ) সুন্দররাজ পি পিটিআইকে জানান, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কাটেকল্যাণ থানার অন্তর্গত ডাব্বাকুন্না গ্রামের কাছে একটি পাহাড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি যৌথ দল নকশাল বিরোধী অভিযানে বের হওয়ার সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাজ্য পুলিশের দুটি ইউনিটই ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) এবং বস্তার ফাইটার্সের সদস্যরা তুমাকপাল পুলিশ ক্যাম্প থেকে দান্তেওয়াড়া-সুকমা আন্তঃজেলা সীমান্তবরাবর ডাব্বাকুন্নার দিকে অভিযান শুরু করেছিল। তুমাকপাল ও ডাব্বাকুন্নার মধ্যবর্তী জঙ্গলে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। আইজি জানান, গোলাগুলি বন্ধ হওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে ‘ইউনিফর্ম’ পরা তিন মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও অস্ত্রও উদ্ধার হয়।

দু’মাসের শিশু কোলে নিয়ে টেট পরীক্ষায় মা

আপনজন ডেস্ক: প্রাথমিকে টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে জোর শোরগোল উঠল সোশ্যাল মিডিয়া। যদিও তা অস্বীকার করেছেন যদিও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। তিনি বলেছেন, এরকম কোনও অভিযোগ তিনি পাননি। তাই এটাকে প্রশ্নপত্র ফাঁস বলা যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সরগরম তখন এক বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল যাদবপুর বিদ্যাপীঠ। যাদবপুর বিদ্যাপীঠে এদিন দু মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে পরীক্ষা দিলেন এক মা। জানা গেছে, পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা ওই পরীক্ষার্থী তার দু মাসের শিশুকে নিয়ে যাদবপুর বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করার সময় অবাক হয়ে যান ব্যবস্থাপকরা। এদিন টেট পরীক্ষা ঘিরে ছিল ছিল কঠোর নিরাপত্তা। বইম ব্যাগ বা অন্য সামগ্রী নিয়ে টেট পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তবে দু মাসের শিশু কোলে দেখে পরীক্ষার্থীর প্রতি মানবিকতা দেখালেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ। ওই পরীক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দেন তারা। সেখানে বসেই দুধের কোলের শিশুকে নিয়েই সারাক্ষণ পরীক্ষা দিলেন। প্রশ্নপত্র পড়ে ওএমআর শিট ফিলাপ নির্দ্বিধায় করে চলেন ওই পরীক্ষার্থী। বিনা বাধায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি তিনি। তিনি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এর আগে দু দুবার টেট পরীক্ষায় বসলেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এবার একটু ভাল প্রস্তুতি নেওয়ায় বাচ্চা কোলে নিয়েই পরীক্ষা দিতে মনস্থ করি। আশা যদি টেট উত্তীর্ণ হওয়া যায় আর চাকরি মেলে। কারণ তার টানাটানির সংসার। স্বামী সামান্য একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। তা দিয়ে সংসার নির্বাহ কোনওভাবেই চলে। আশায় দিন গুনছেন যদিও এবার টেট পাশ করা যায়।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL

Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

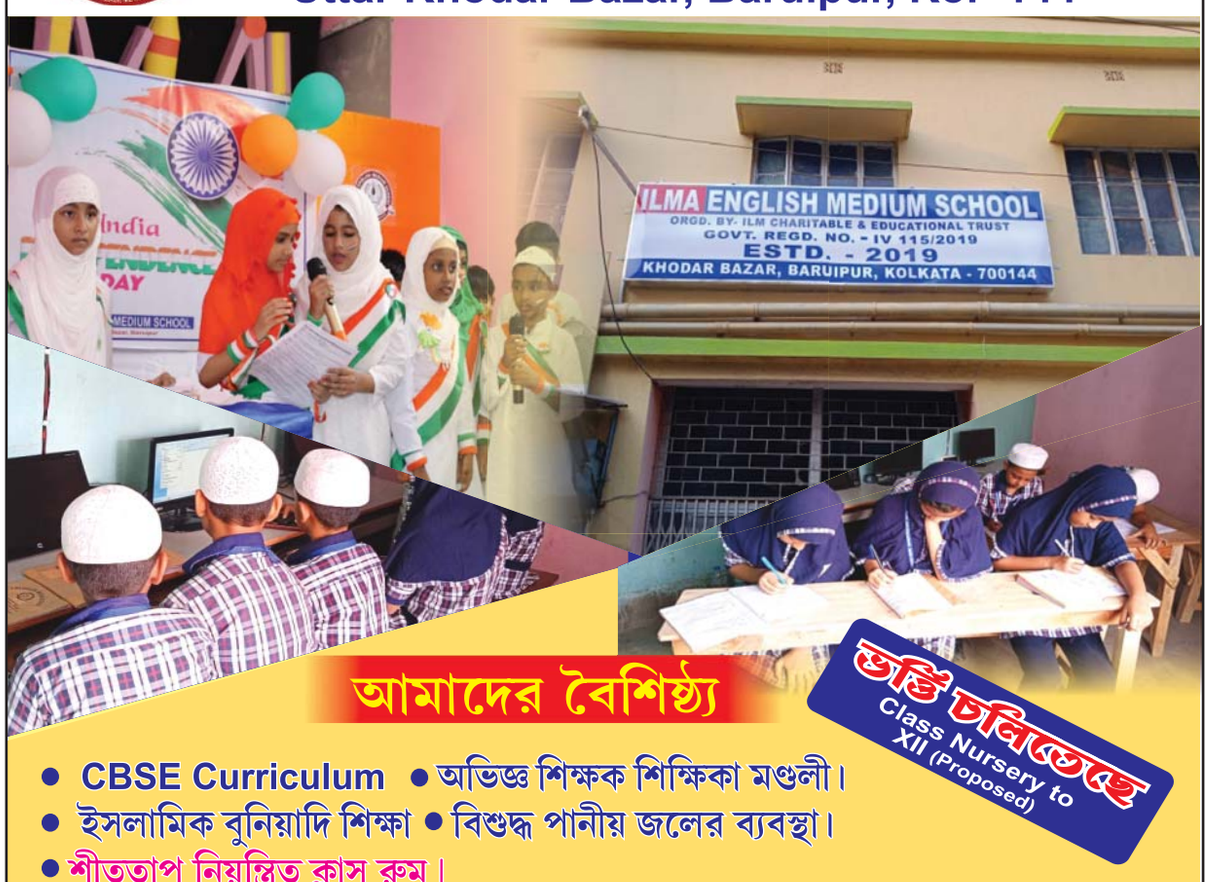

ভর্তি চলিতেছে Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

পাথরপ্রতিমায় বাঘের পায়ের ছাপ, আতঙ্কে এলাকাবাসী

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা বিধানসভার শ্রীধর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপেন্দ্র নগর মৌজার দলপতির পায়রার শুইলিসের সামনে ঠাকুরান নদীর পাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখবতে পায় গ্রামবাসীরা। শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পায় নদীর পাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ তারপর থেকে আতঙ্কগ্রস্থ এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীরা শনিবার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা খবর দেয় ঘটনা স্থলে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার পুলিশ পৌঁছায়। এর পাশাপাশি বনদপ্তরে আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। বনদপ্তরে আধিকারিকরা রাতে টায়ার জ্বালিয়ে ও এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে পাহারা দেয় এলাকায় ,কিন্তু বাঘের দেখা মিলেনি। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে গ্রামের মানুষ যাতে না আতঙ্কিত হয় বনকর্মীরা সর্বদা নজর রেখেছে।

শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলার সূচনা মমতার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ভার্চুয়াল মাধ্যমে রবিবার শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেলা প্রাঙ্গণে ছিলেন জেলা শাসক বিধান রায়। ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও বস্ত্র কুটির শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ছিলেন জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়, বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ, আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর, প্রাক্তন উপাচার্য সবুজ কলি সেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাতিল না হলেও ঝালদায় অচল ১ ও ২ টাকার কয়েন

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: কোন নিষেধাজ্ঞা নেই ,অন্য কোথাও চলছে না এমনও নয়। শুধুমাত্র পুরুলিয়ার ঝালদা শহরে অচল ১ টাকা বা ২ টাকার কয়েন। দোকানদাররা খুচরো নিচ্ছেন না আর দিচ্ছেন না কয়েন। দোকানদাররা , কেউ খুচরো ফেরৎ পেলে তাদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন চকলেট বা ছোট শ্যাম্পুর প্যাকেট। সব মিলিয়ে খুচরোর সমস্যায় জেরবার পুরুলিয়ার ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী ঝালদাবাসী। গোটা বিষয় নিয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ বলে মনে করছেন সকলেই। সম্প্রতি কিছুদিন ধরেই এই দুই প্রকারের কয়েন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে গোটা ঝালদা শহর জুড়ে। জানা যায় এই শহরের ছোট ,বড় ব্যবসায়ীরা কয়েন না নিতে চাওয়ায় মাঝে মধ্যেই ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন ক্রতাদের সঙ্গে। সব মিলিয়ে শহরের কেউই কয়েন নিতে না চাওয়াই অনেক গ্রাহকও কয়েন নিতে চাইছেন না বলে অভিযোগ। ঝালদা শহরের এক বাসিন্দা বলরাম মাহাতো বলেন , শহরের ছোট বড় দোকানে কোনো কিছু নেওয়ার পর এক টাকা বা দুই টাকা ফেরৎ পাওয়ার থাকলে দোকানদাররা তার পরিবর্তে চকলেট বা শ্যাম্পু ধরিয়ে দিচ্ছেন। যদিও শহরের এক দোকানদার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বলেন , আমাদের কাছ থেকেও কোন গ্রাহক খুচরা নিতে না চাওয়াই আমরাও খুচরো পায়সা নিতে পারছি না তবুও অনেক সময় আমি খুচরো পয়সা নিয়ে থাকি। এবিষয়ে ঝালদা পৌরসভার পৌর প্রধান শিলা চ্যাটার্জী বলেন, গোটা বিষয়টাই জানি।দোকানদারদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। খুব শীঘ্রই পৌরসভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে ঝালদা ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মদনমোহন মুর্মু কে ফোন করা হলে তিনি জানান ,বিষয়টা আমার জানা নেই। এই ব্লকে জয়েন করা আমার বেশিদিন হয়নি। খোঁজখবর নিয়ে অতিদ্রুত প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নার্সিং ছাত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কালিয়াচক

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং বিভাগের ছাত্রী ফারহানা বেগমের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মালদার কালিয়াচক এলাকা। মালদহের কালিয়াচক জালালপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরপুর দুয়ান্নি গ্রামের এক মেধাবী ছাত্রী ফারহানা বেগম। তার বাবা পেশায় একজন গ্রামিণ চিকিৎসক আমিনুল ইসলাম। ছোট থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিল ফারহানা বেগম (২১)। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং পড়ার সুযোগ পেয়ে ক্যাম্পাসের নতুন বন্ধু বান্ধবীদের সাথে হাসিখুশি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন তিনি। তারপর হাসতে খেলতেই পড়াশোনা দীর্ঘ ২ বছর কেটে যায় ফারহানা বেগমের।
বিগত কয়েকদিন আগেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ফারহানা তারপর রীতিমতো চিকিৎসা করছিলেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কিন্তু হটাৎই সংকট জনক অর্থাৎ বেহাঁশ যাওয়ার পরে তাকে ভর্তি করা হয় কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ধীরে ধীরে শারীরিক অবনতির ঘটে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যায় ওই ছাত্রীরা অনেক লড়াইয়ের পর অবশেষে গত শুক্রবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তারা কলকাতায় পড়তে পাঠিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যায় ফারহানা। যুবতী মেয়ের মৃত্যুর শোকে ফেটে পড়ে তার পরিবারের বাবা-মা সহ শোকস্তব্ধ গোটা এলাকাজুড়ে। সোস্যালমিডিয়ায় খবর পাওয়ায় কান্নায় জর্জরিত অবস্থা কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ও সকল ছাত্রছাত্রীদের।
এদিন শনিবার কলকাতা থেকে তার মৃত দেহ কালিয়াচকের বাড়ি এসে পৌঁছালে মানুষজন দেখার জন্যে ফেটে পড়ে গোটা এলাকাজুড়ে এবং তাকে শেষ বিদায় জানিয়ে অশ্রুসিক্ত জানাজায় কবরবাসী হয়ে যায় ফারহানা। অবশেষে তার রুহের মাগফেরাত ও সকল বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে দোয়া ও মঙ্গলকামনা।

সন্ন্যাস ছেড়ে গ্রামে ফিরে ‘বিনা পয়সার মাস্টার’ এখন রাজর্ষি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সন্ন্যাস জীবন থেকে সাংসারিক জীবনে প্রত্যাবর্তন, তারপরেই গ্রামের লোকের কাছে ‘বিনা পয়সার মাস্টার’ হিসেবে খ্যাতিলাভ বাঁকুড়ার রাজর্ষি বাবুর । সালটা ছিল ২০০০ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক হওয়ার পর হয়তো লাখ টাকার চাকরি জোটাতে পারতেন।কিন্তু না, বাস্তবিক জীবন থেকে নিজেকে আলাদা করে সম্পূর্ণ উল্টো পথে হেঁটেছিলেন তিনি,গ্রহণ করেছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ থেকে সন্ন্যাস ধর্ম। তারপর দীর্ঘ ছয় বছরের যাত্রা রামকৃষ্ণ মিশনে। হ্যাঁ ইনি হলেন রাজর্ষি চৌধুরী, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের বোন্দলহাটি গ্রামের বাসিন্দা। ছোট থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন বলে জানালেন তাঁর মা, কিন্তু ছোট থেকেই আধ্যাত্মবাদ তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। শুধু নিজের মধ্যে আধ্যাত্মবাদ এমনটা নয়, পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে বিভিন্ন আধ্যাত্মবোধের চিন্তাভাবনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করার পর রঙিন জীবনকে ত্যাগ করা কি মুখের কথা?? বোধ হয় না। স্বাচ্ছন্দের জীবনকে পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মবাদে ব্রতী হয়ে দীর্ঘ কয়েক বছরের যাত্রা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হিসেবে। কিন্তু একসময়ের গভীর শারীরিক ব্যাধি তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করে সাংসারিক জীবনে। সন্ন্যাস থেকে সাংসারিক জীবনে প্রত্যাবর্তন বোধহয় খুবই বিরল ঘটনা আমাদের সমাজে। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি রাজর্ষি বাবু সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তিত হয়ে নিজেকে গ্রামের লোকোর কাছে প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘বিনা পয়সার মাস্টার’ হিসেবে। গ্রামের নতুন প্রজন্মের ছেলেদের কাছে তিনি খুব প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছেন, কারণ অবিরত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা দিয়েই চলেছেন,একেবারেই বিনা পয়সাতে।রাজর্ষি বাবু জানান বিনা পয়সায় শিক্ষাদানের পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের যে ভালবাসা তিনি পান তাতেই তিনি খুশি।রাজর্ষি বাবুর মা মিনতি দেবী জানান ছেলে যখন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিল তখন তারা খুবই ভেঙে পড়েছিলেন,এখন তাদের ছেলে পারবারিক জীবনে ফিরে এসে নিজের মতো করে ছেলেদের পড়িয়ে ভালো আছে, তাতেই তারা খুশি।
পূর্ণ সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করেছেন তো কি? এ যেন এক অন্য সন্ন্যাসের গল্প ধরা পড়লো ক্যামেরায়। এভাবেই চলছে বোন্দলহাটি গ্রামের রাজর্ষি বাবুর জীবন,চলছে তার বিনা পয়সার পাঠশালা।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, বারে বারে আর্জি জানিয়েও নির্বিকার প্রশাসন

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। প্রশাসনের কাছে বারবার অনুরোধ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দিনের ব্যস্ততম সময়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির উপরে দিয়েই গিয়েছে ধূপগুড়ি-কোচবিহারগামী রাজ্যসড়ক। এরমধ্যে ধূপগুড়ি কলেজপাড়া থেকে মধ্য বোরাগাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় পুনরায় রাস্তা তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরই প্রতিবাদে রবিবার গ্রামের মানুষ এদিন পথ অবরোধের কর্মসূচি নেন। এই অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয় গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসড়কের যান চলাচল। দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হয় যানজট। দুর্ভোগে পড়েন বহু মানুষ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বারবার ধূপগুড়ির বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি মিলেছে। কিন্তু, কাজের কাজ কিছু হয়নি। এদিনের অবরোধে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শামিল হতে দেখা যায় কলেজ পড়ুয়াদেরও। এদিনের অবরোধ কর্মসূচির খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় ধূপগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা হয়। তবে এরপরও অবরোধ তুলতে নারাজ ছিলেন আন্দোলনকারীরা। তারপর আশ্বাস পেলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা। আন্দোলনকারীরা জানান, গ্রামের হাজার হাজার মানুষকে চিকিৎসার জন্য ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আসতে হয়। এ ছাড়াও, নানা কাজে তাঁদের প্রায় প্রতিদিনই পৌঁছতে হয় ব্লক ও জেলা সদরে। এমনকি ওই রাস্তাতেই রয়েছে একটি মহিলা কলেজ। কিন্তু, গ্রামে যোগাযোগের ৪ কিলোমিটার রাস্তা এতটাই খারাপ যে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যাম্বুল্যান্স সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাড়ি ওই গ্রামগুলিতে যেতে চায় না। ফলে প্রতিদিনই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আবার টোটোর মতো ছোট গাড়িতে বাধ্য হয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে অনেকেই দুর্ঘটনায় হাত-পা ভেঙে সমস্যায় পড়েছেন। বারবার প্রতিশ্রুতিতেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় প্রয়োজনে আগামী পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

আলেম-উলামাদের ঐক্যবদ্ধ করতে জামায়াতের সম্মেলন ফরাক্কায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুসলিম উম্মাহকে সঠিক দিশা, একতাবদ্ধ করা, সংশোধন ও সকল উলামাদের ঐক্যবদ্ধ করে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসার লক্ষে রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করল জামায়াতে ইসলামী হিন্দের ওলামা সংগঠন মাজলিসুল ওলামা ওয়াল আইম্মা। রবিবার সারাদিনব্যাপী মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার সৈয়দ নূরুল হাসান কলেজে এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক হাজারেরও বেশি আলেম-ওলামা উপস্থিত হন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দের অল ইন্ডিয়া শরীয়াহ কাউন্সিলের সেক্রেটারি মাওলানা রাজিউল ইসলাম নাদভী, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুর রফিক, রাজ্য সভাপতি ডাক্তার মশিহুর রহমান, মাজলিসুল ওলামা ওয়াল আইম্মার রাজ্য সভাপতি মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, সম্পাদক মাওলানা মনিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান। দিনভর সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। বর্তমান দেশীয় পরিস্থিতিতে আলেম ওলামাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়েও আলোচনা পেশ করেন অতিথিরা। সম্মেলনের শুরুতেই অভিনব উদ্যোগ নিয়ে আলেমদের হাতে একটি করে গোলাপ ফুল ও আতর দিয়ে বরণ করেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দের ওলামা সংগঠন মাজলিসুল ওলামা ওয়াল আইম্মা। রাজ্যের সমস্ত আলেমদের নিয়ে মাজলিসুল ওলামা ওয়াল আইম্মার এধরনের অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বিদ্বজ্জনেরা।

১৬ বছর পর সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল ওয়াসিফ মঞ্জিল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নতুন বছরের আগেই পর্যটনের মরশুমে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হলো মুর্শিদাবাদের ওয়াসিফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস। পর্যটনের মরশুমে ২৪শে ডিসেম্বর এস্টেট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং মুর্শিদাবাদ পৌরসভার সহযোগীতায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করলো নিউ প্যালেস। নবাবী দিনের বহু দলীল-দস্তাবেজ সহ ইতিহাসের বিভিন্ন সামগ্রী সংরক্ষণ করা রয়েছে এই প্যালেসে। নতুন বছরের প্রথম দিন উদ্বোধনের কথা থাকলেও পর্যটনের মরশুমকে মাথায় রেখে ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের আগেই রবিবার ২৪শে ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ১৬ বছর পর আবারো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হল ওয়াসিফ মঞ্জিল।
বিংশ শতকের প্রথম দিকে ১৯০৩-১৯০৪ সাল নাগাদ ওয়াসিফ মঞ্জিলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রথমে এর নাম রাখা হয়েছিল ভিক্টোরিয়া হাউস। পরবর্তীতে ওয়াসিফ আলী মির্জার মায়ের পরামর্শ মত নিজের নামে ওয়াসিফ মঞ্জিল নামে প্রাসাদের নামকরণ করেন। হাজারদুয়ারির পরে নতুন একটি প্রাসাদ নির্মাণ হওয়ায় ব্রিটিশরা একে নিউ প্যালেস বলতো। প্রথমদিকে সেই প্রাসাদে বসবাস করতেন নবাব ওয়াসিফ আলী মির্জা। ১৯৩০ নাগাদ তিনি কলকাতাতে চলে যান। ওয়াসিফ মঞ্জিলে একটা সময় বসবাস করেছেন বর্তমান মুর্শিদাবাদের ছোটে নবাব সৈয়দ রেজা আলী মির্জা সহ তার পরিবার। কিন্তু ১৯৮০ সাল বা তার পরবর্তী সময় তারাও সেই প্রাসাদটি ছেড়ে দেন। এখনো পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী বেড়া উৎসবের সময় বেড়ার যাবতীয় সরঞ্জাম এবং আয়োজন করা হয় এই ওয়াসিফ মঞ্জিলে।
২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের হাতে যায় ওয়াসিফ মঞ্জিল। তার আগের সময় পর্যন্ত নবাবী আমলের বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনীর জন্য জাদুঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো ওয়াসিফ মঞ্জিলকে। ২০০৭ সালে পর্যটন দপ্তরের হাতে যাওয়ার পর থেকে সেই প্রাসাদ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রায় ১৬ বছর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর ও এস্টেটের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং মুর্শিদাবাদ পৌরসভার সহযোগিতায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করলো ওয়াসিফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস। জেলা প্রশাসনের নির্দেশমতো এখানে স্বল্প মূল্যের টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানান এস্টেট ম্যানেজার দেবব্রত রায়। রবিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদের এস্টেট ম্যানেজার দেবব্রত রায়, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিত ধর, নবাব পরিবারের সদস্য সৈয়দ রেজা আলী মির্জা, নবাব পরিবারের সদস্য তথা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফাহিম মির্জা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। এদিন ফিতে কেটে নতুনভাবে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় ওয়াসিফ মঞ্জিল।

জামায়াতের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

মনজুর আলম ● উস্তি

আপনজন: জামাতে ইসলামী হিন্দের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা , স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবিরের আয়োজন করা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার ঘোলার মোড় এলাকায়। সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, জামাতের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি নুরউদ্দিন শাহ, জামাতের ব্লক সভাপতি মনোয়ার হোসেন মোল্লা, ফরিদুল হক সরদার, ইসমাইল সরদার, ডাক্তার তারিক জামাল ,আব্দুল আলিম, আব্দুর রাজ্জাক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ১৫০জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। পাশাপাশি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন হয়।

৬১ লক্ষ টাকায় রাস্তা সংস্কার হলেও উঠে যাচ্ছে পিচ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুস্তাফাপুর থেকে বয়রা যাওয়ার ১.৩৮ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা ছিল এক দশক ধরে। বাসিন্দাদের দাবি মেনে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১লক্ষ ৫২হাজার ৬৭৩টাকা বরাদ্দ হয়েছিল রাস্তার সংস্কারের জন্য। সেই মত শুরু হয়েছিল রাস্তার কাজ, বাসিন্দাদের অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সিডিউল অনুযায়ী সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে হাত দিয়ে টানলেই রাস্তার পিচ উঠে যাচ্ছে।
এই নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসীরা। এরপর রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয় বাসিন্দারা।
বাসিন্দাদের বক্তব্য কোন প্রয়োজন ছিল না রাস্তা সংস্কারের। আগের রাস্তায় ভালো ছিল।
সিডিউল অনুযায়ী ২০এমএম গুঁড়ো পিচ দেওয়ার কথা ছিল সেখানে ৪-৫ এমএম পিচ দিয়ে রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে ।
পাশাপাশি তাদের এও অভিযোগ যা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার অর্ধেক ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্লক অফিসেও অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।
বাগদা ব্লক অফিস সূত্রে খবর গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে এবং রাস্তার কাজ যাতে সঠিক ভাবে হয় সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হবে।

প্রিপেড মিটারের বিরুদ্ধে সিটুর সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড বাতিল। ২০২২ বিদ্যুৎ আইন এবং প্রিপেড স্মার্ট মিটার বাতিল। রেল, ব্যাংক, বীমা, বিদ্যুৎ, বিএসএনএল সহ রাষ্ট্রায়াত্ব ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ করা চলবে না। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিতে হবে। বকেয়া মজুরি দাও। ১০০ দিনের কাজ চালু করা। দুর্নীতি ও লুট বন্ধ করা। দেওচা-পাঁচামিতে আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করে অলাভজনক কয়লা খনি করা যাবে না।এই দাবিগুলো সহ মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ২৩ ও ২৪ শে ডিসেম্বর বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতে ৬৩ তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শেষ দিন অর্থাৎ রবিবার ২৪শে ডিসেম্বর প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অনাদি কুমার সাহু, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য কমিটির সভাপতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সংগঠনের বীরভূম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও সভাপতি মহম্মদ কামালউদ্দীন প্রমুখ নেতৃত্ব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

১৪৩ সাংসদকে সাসপেন্ড করায় প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সংসদ থেকে ১৪৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে রবিবার হাওড়ার বালিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কংগ্রেস। এদিন দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য তপন দাসের নেতৃত্বে বালির ঘোষপাড়া বাজারে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। তপন দাস বলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং অন্যান্য বিরোধী সাংসদদের মোদী সরকারের বেআইনি বরখাস্তের প্রতিবাদেই আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। এদিন নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে সৌরভ ঘোষ, প্রাণবন্ধু চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র দাস, প্রবীর দাস, শুভেন্দু পাত্র, শ্যামল ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার সূচনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে মালদা জেলার অন্তর্গত ৩ টি ব্লকের এলাকাবাসীদের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে কালিয়াচক-১ ব্লকের জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গনারায়ানপুর থেকে কদমতলা স্লুইস গেট পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণের শুভ শিলান্যাস করা হয়েছিল গত কয়েকদিন আগে। আর সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আজ সেই রাস্তার কাজের পরিদর্শন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ মহাশয়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা। এদিন এলাকায় গিয়ে কাজের তদারকি করেন। পাশাপাশি এলাকাবাসীদের বক্তব্য কাজ খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে ও খুব ভালো হচ্ছে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

প্রথম নজর

মিসরে ৩০তম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতা শুরু

আপনজন ডেস্ক: মিসরের আওকাফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ৩০তম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। গতকাল শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) মিসরের নতুন প্রাশাসনিক রাজধানী কায়রোর ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে তা শুরু হয়। মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদুল ফাত্তাহ সিসির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আওকাফ মন্ত্রী শায়খ ড. মুহাম্মদ মুখতার জামআহ। এতে ৪১টি দেশ থেকে ৯৬ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। ছয় ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাটি আগামী ২৭ ডিসেম্বর সম্পন্ন হবে। এতে সব প্রতিযোগীর জন্য ৮৫ লাখ মিসরীয় পাউন্ড পুরস্কার রয়েছে। উদ্বোধনী বক্তব্যে আওকাফ মন্ত্রী শায়খ ড. মুহাম্মদ মুখতার বলেন, ‘প্রতিবছরের মতো এবারও মিসর সরকার বিশ্বের বৃহত্তম এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। মিসরের নতুন প্রাশাসনিক রাজধানীর ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে এবারই প্রথম আন্তর্জাতিক এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৮০ লাখ মিসরীয় পাউন্ড বরাদ্দ করা হয়েছে।’

ছয় ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম ক্যাটাগরি হলো- তাজবিদ, তাফসির ও অর্থসহ পুরো কুরআন হিফজ। এতে অংশ নিতে প্রতিযোগীকে অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর হতে হবে এবং ইমাম, খতিব বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক না হতে হবে।

প্রথম তিন বিজয়ী যথাক্রমে ১০ লাখ, পাঁচ লাখ ও আড়াই লাখ মিসরীয় পাউন্ড পুরস্কার পাবে।

দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হলো- তাজবিদসহ পুরো কুরআন হিফজ। এতে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সী অনারবরা অংশ নেবে। প্রথম চার বিজয়ী যথাক্রমে পাঁচ লাখ, চার লাখ ও আড়াই লাখ ও দুই লাখ মিসরীয় পাউন্ড পুরস্কার পাবে।

তৃতীয় ক্যাটাগরি হলো- শব্দের অর্থ বোঝাসহ পুরো কুরআন হিফজ এবং সুরা ইউসুফের তাফসির। এতে অনূর্ধ্ব ১২ বছর বয়সী শিশুরা অংশ নেবে। প্রথম পাঁচ বিজয়ী যথাক্রমে চার লাখ, তিন লাখ, দুই লাখ, দেড় লাখ ও এক লাখ মিসরীয় পাউন্ড পুরস্কার পাবে।

চতুর্থ ক্যাটাগরি হলো- তাজবিদ, তাফসির ও উদ্দেশ্য বোঝাসহ পুরো কুরআন হিফজ। এতে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর বয়সী ইমাম, ওয়ায়েজ ও শিক্ষকরা অংশ নেবে। প্রথম দুই বিজয়ীকে যথাক্রমে চার লাখ ও তিন লাখ মিসরীয় পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। পঞ্চম ক্যাটাগরি হলো- অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝাসহ পুরো কুরআন হিফজ। এতে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সীরা অংশ নেবে। এতে প্রথম পাঁচ বিজয়ী যথাক্রমে চার লাখ, সাড়ে তিন লাখ, তিন লাখ, আড়াই লাখ ও দুই লাখ মিসরীয় পাউন্ড পুরস্কার পাবে।

ষষ্ঠ তম ক্যাটাগরি হলো- অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝাসহ পুরো কুরআন হিফজ। এতে কুরআনের পরিবারগুলো অংশ নেবে। তবে পরিবারে অন্তত তিন বা ততোধিক সদস্য থাকতে হবে।

নবীজি সা.-এর রওজা পরিদর্শনে নতুন সিদ্ধান্ত

আপনজন ডেস্ক: মসজিদে নববীতে অবস্থিত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর রওজা বা আল রাওদা আল শরীফা পরিদর্শনে নতুন নিয়ম আরোপ করেছে সৌদি সরকার। এখন থেকে বিশ্বের মুসল্লিরা ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থানটি বছরে একবার পরিবদর্শন করতে পারবেন বলে জানিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। রোববার (২৪ ডিসেম্বর) দেশটির হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নবীজির রওজা পরিদর্শনে বছরে ৩৬৫ দিনই অনুমতি দেওয়া হবে। তবে একজন দর্শনার্থী ৩৬৫ দিনের মধ্যে একবারই এটি পরিদর্শনের অনুমতি পাবেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, নবীজির রওজা পরিদর্শনে নুসুক বা তায়াওক্কাল অ্যাপস থেকে অনুমতি নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে করোনায় আক্রান্ত না হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ সা. এর রওজা মোবারক পবিত্র মদিনা নগরীর মসজিদে নববীতে অবস্থিত। এটি আল রাওদা আল শরীফা নামে পরিচিত। গত ছয় মাস আগে শুরু হওয়া ওমরাহ মৌসুমে প্রায় ১ কোটি মুসল্লি পবিত্র ওমরাহ পালন করবেন বলে আশা সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের।

ফিলিস্তিনিদের ‘হত্যার লাইসেন্স’ পেয়েছে ইসরায়েল: আরব লীগ

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যায় ইসরায়েল লাইসেন্স পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আরব লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আহমেদ আবুল গাইত। শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) যুদ্ধবিরতির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ‘গাজা প্রস্তাব’ পাস হয়। ওই প্রস্তাবে শুধু গাজায় মানবিক সহায়তা জোরদারের কথা বলা হয়েছে। আবুল গাইত বলেন, গাজায় মানবিক বিপর্যয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত ছিল এ যুদ্ধ বন্ধে জোড়ালো আবেদন তোলা।

গাজায় স্থানীয়ভাবে যুদ্ধ বন্ধে একটি প্রস্তাব পাসের আয়োজন করে জাতিসংঘ। কিন্তু এতে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেওয়ার কারণে গাজায় শুধু মানবিক সহায়তা বাড়ানোর প্রস্তাবটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়। দীর্ঘ এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে প্রস্তাবটি ঝুলে ছিল। দীর্ঘ দুই মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় স্থল ও বিমান হামলা চালানোর ফলে পুরো এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতির প্রসঙ্গে এড়ানোর কারণে বিশ্ব গাজাকে চূড়ান্তভাবে মানবিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের ক্রমাগত হামলায় ২০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন, হামাস নির্মূল না করা পর্যন্ত তারা এ যুদ্ধ বন্ধ করবেন না। অন্যদিকে হামাসও ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারাও জানিয়েছে, নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলাপ হয়নি: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: গাজার উত্তরাঞ্চলে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর লড়াই আরো তীব্র হয়েছে। ইসরায়েল যে কোনো মূল্যে ওই অঞ্চলের পূর্ণ দখল নিতে চাইছে। এমন পরিস্থিতিতেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছে যুদ্ধবিরতির দাবি তোলেননি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

শনিবার গাজা যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ফোনালাপ করেছেন দুই নেতা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (ইউএনএসসি) গাজায় ত্রাণসহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাসের একদিন পর তাদের মধ্যে এই ফোনালাপ হলো।

বাইডেন শনিবার সাংবাদিকদের বলেছেন, আমি আজ (শনিবার) নেতানিয়াহুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন হয়েছে। এ সময় যুদ্ধবিরতি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি যুদ্ধবিরতির কথা বলিনি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে বাইডেনের আলাপের পর মার্কিন হোয়াইট হাউস থেকে দুই নেতার ফোনালাপ নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে, নেতানিয়াহুর সঙ্গে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান, এর উদ্দেশ্য ও পর্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন বাইডেন। মানবিক সহায়তাকর্মীসহ বেসামরিক জনগণের সুরক্ষার ওপর জোর দেন বাইডেন। একই সঙ্গে যুদ্ধরত এলাকা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে সরে যেতে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। তাদের আলোচনায় হামাসের হাতে বন্দিদের মুক্তির বিষয়টিও উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

গত শুক্রবার গাজা উপত্যকায় বাধাহীনভাবে ত্রাণসহায়তা পাঠাতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। শুরুর দিকে এর খসড়ায় গাজায় অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক সহায়তা পাঠানোর প্রস্তাব রাখা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে যুদ্ধবিরতি কথাটি সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে শুধু মানবিক সহায়তার কথা বলা হয়। প্রস্তাবটি এক সপ্তাহ ঝুলে থাকার পর পাস হলেও এতে যুদ্ধ থামানোর কোনো কথা বলা হয়নি। ফলে গাজায় ইসরায়েলের হামলা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানালেও বিরোধিতা করছে ইসরায়েল ও তাদের প্রদান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, গাজায় যুদ্ধবিরতি হামাসকে সুবিধা দেবে। এ জন্য স্থায়ী যুদ্ধবিরতি পরিবর্তে তারা সেখানে সাময়িক যুদ্ধবিরতির পক্ষে। এই সাময়িক যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে হামাসের হাতে বন্দি ইসরায়েলিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে চায় তেল আবিব ও ওয়াশিংটন।

গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরে যত বিলম্ব হচ্ছে তত দীর্ঘ হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর মিছিল। প্রতিদিনই অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় ইসারয়েলি হামলায় শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে।

গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলের উপর ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের হামলার পর থেকে ছোট্ট এই ভূখণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আহত হয়েছেন আরো প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। বাস্তুচ্যুত বলতে গেছে গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার প্রায় সবাই। তারা প্রাণ বাঁচাতে গাজার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটছে।

কিছুতেই থামছে না ইসরায়েলের গণহত্যা, জাতিসংঘের প্রস্তাবে হতাশা

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের অস্তিত্ব মুছে ফেলার নামে গাজার বেসামরিক মানুষের ওপর অবিরাম বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। অব্যাহতভাবে ঝরছে বেসামরিক লোকের প্রাণ। এমন অবস্থায়ও শুক্রবার গৃহীত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহবান না থাকায় হতাশা ব্যক্ত করেছে ফিলিস্তিনিরা। তাদের মতে, নিরাপত্তা পরিষদের এ প্রস্তাব নির্মম বাস্তবতার পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখবে না। শনিবারও (২৩ ডিসেম্বর) গাজা উপত্যকায় তুমুল বোমাবর্ষণ করে ইসরায়েল। এদিন নুসাইরাত শরণার্থী ক্যাম্প ও খান ইউনিসে হামলার খবর মিলেছে। গতকাল ইসরায়েলি হামলায় দক্ষিণের খান ইউনিসে সকালবেলার আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উত্তর গাজায়ও কালো ধোঁয়া দেখা যায়। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, নুসাইরাত ক্যাম্পে হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া গাজার অন্যান্য এলাকায়ও হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। নির্বিচার গুলি আর বোমার কারণে সব লাশ দাফনও করা যাচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবন বাঁচাতে প্রিয়জনের লাশ ফেলেই পালাতে হয়েছে স্বজনদের। গাজার সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, তারা উত্তর গাজার বেইত লাহিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে পচাগলা বহু লাশ সংগ্রহ করেছে। ইসরায়েল আবার গাজার মধ্যাঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের সরে যেতে নির্দেশ দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডাব্লিউএ)।

জাতিসংঘের সংস্থাটির প্রধান টমাস হোয়াইট গতকাল বলেছেন, ইসরায়েলের এমন নির্দেশে দেড় লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদের অনেকে এরই মধ্যে উত্তর গাজা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে এসেছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি জানান, গত শুক্রবার ইসরায়েল গাজার মধ্যাঞ্চল থেকে লোকজনকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের যেখানে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেখানেও বিমান হামলা হচ্ছে। কোথাও নিরাপদ জায়গা নেই।

হামাস ও ইসলামিক জিহাদ সংগঠনের ২০০ সদস্যকে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি বাহিনী দাবি করেছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। গত ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৭০০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। তবে ইসরায়েলের এই দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে। গাজা সংঘাতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, নেতানিয়াহুর এই মন্তব্য ‘বর্বরতাকে ন্যায্যতা’ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ইসরায়েলের সমর্থকরাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই সংঘাতের তুলনা করে চলেছে। কিন্তু জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলাকে আধুনিক যুগের গণহত্যা বলে আখ্যা দিয়েছে। হামাসের হামলার প্রতিশোধ নিতে গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের হামলায় এ পর্যন্ত গাজায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করে গণ অধিকার পরিষদ। ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লোহিত সাগর সংকটে মুদ্রাস্ফীতির শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা জোরদার করেছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। তাদের দাবি, গাজায় আক্রমণ যতদিন বন্ধ না হবে তারা জাহাজে হামলা অব্যাহত রাখবে। তবে এই রুটের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে হামলার কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য। বেড়ে যাচ্ছে পণ্যের দাম।

ইরান সমর্থিত হুথিদের হামলারা কারণে বৈশ্বিক শিপাররা তাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে ভিন্ন পথে চালানোর উদ্যোগ নেওয়ায় পণ্যের দাম বেড়েছে। শঙ্কা দেখা দিয়েছে মুদ্রাস্ফীতির। সুইডিশ বৃহত্তম ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আইকেইএ চলতি সপ্তাহে ঘোষণা করেছে, তারা তাদের পণ্যগুলোর প্রাপ্যতা সুরক্ষিত করাতে বিকল্প রাস্তা খুঁজছে।

তাদের পণ্যগুলো মূলত লোহিত সাগর ও সুয়েজ খালের মাধ্যমে এশিয়ান কারখানা থেকে পশ্চিমা বাজারে সরবরাহ করা হয়। ইন্টার আইকেইএ গ্রুপের মুখপাত্র অস্কার লজুংগ্রেন ব্লুমবার্গকে বলেন, ‘সুয়েজ খালের পরিস্থিতির জন্য আমাদের পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে পারে। এছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের সরবরাহ সীমিত হতে পারে।’ ইতিমধ্যে অ্যাবারক্রম্বি অ্যান্ড ফিচ প্রতিষ্ঠানটি তাদের পণ্য সমুদ্র পথের পরিবর্তে আকাশ পথে পরিবহন করার পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সাপ্লাইয়ারদের কাছে ইমেলও পাঠিয়ে রেখেছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ডেনিশ শিপিং গ্রুপ মারস্ক বলেছিল, লোহিত সাগরে হামলার উচ্চ ঝুঁকির কারণে তারা আফ্রিকার পাশ দিয়ে কেপ অব গুড হোপ বা উত্তামাশা অন্তরীপের মাধ্যমে তাদের মালবাহী জাহাজগুলো নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে। এশিয়া-ইউরোপ পথে পরিবহন ২৫ শতাংশ কমিয়েছে। জার্মান পরিবহন সংস্থা হ্যাপাগ-লয়েডও একই পথে হাঁটছে। তবে আফ্রিকার আশপাশ দিয়ে মালবাহী জাহাজ পাঠানো হলে যাত্রা পথের সময় প্রায় আড়াই সপ্তাহবেড়ে যাবে। এতে শিপিং ক্ষমতা কমবে ও খরচ বাড়বে। সুয়েজ খাল বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। এই পথে বিশ্বের প্রায় ৩০ শতাংশ কন্টেইনার বাণিজ্যসহ শিপিং কার্যকলাপের প্রায় ১৫ শতাংশ পরিচালিত হয়। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি লোহিত সাগরের জাহাজে যে পরিমাণ হামলা হচ্ছে তাতে শিপিং বাণিজ্যে জরুরি অবস্থার সূত্রপাত ঘটেছে। ঘটনাটি ২০২১ সালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে বছর ছদিনের জন্য বৃহত্তম একটি কন্টেইনার সুয়েজ খালে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৪ মি.

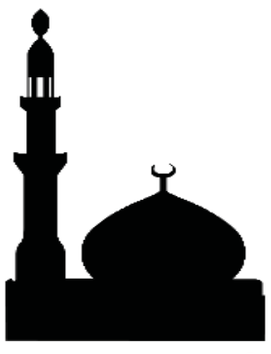

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৮	৬.১৪
যোহর	১১.৪২	
আসর	৩.২৪	
মাগরিব	৫.০৪	
এশা	৬.১৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৬	

বুরুন্ডিতে বিদ্রোহীদের হামলা, নিহত ২০

আপনজন ডেস্ক: ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর (ডিআরসি) সাথে বুরুন্ডির পশ্চিম সীমান্তের কাছে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৯ জন। রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় দেশটির ভুগিজো শহরে ওই অভিযানে নিহতদের মধ্যে ১২ শিশু, দুই গর্ভবতী নারী এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন বলে শনিবার সরকারের মুখপাত্র জেরোম নিওনজিমা জানিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় নিকেল প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ায় পূর্বাঞ্চলীয় সেন্ট্রাল সুলাওয়েসি প্রদেশে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় বিস্ফোরণে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৩৯ জন। রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি। সেন্ট্রাল সুলাওয়েসি প্রদেশে অবস্থিত মোরোওয়ালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে পিটি ইন্দোনেশিয়া তসিংশান স্টেইনলেস স্টিলের মালিকানাধীন একটি প্ল্যান্টে রোববার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। কমপ্লেক্সের মুখপাত্র ডেডি কুর্নিয়াওয়ান বলেছেন, বর্তমানে হতাহতের মোট সংখ্যা ৫১ জন। এ ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ১২ জনের জধ্যে সাতজন ইন্দোনেশিয়ান এবং পাঁচজন বিদেশি শ্রমিক। এছাড়া ৩৯ জন সামান্য এবং গুরুতর আহত হয়েছেন যারা বর্তমানে চিকিৎসা নিচ্ছেন। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, কারখানার একটি চুল্লিতে মেরামত কাজ করার সময় এই বিস্ফোরণটি ঘটে। মূলত মেরামতের সময় সেখানে দাহ্য তরলে আগুন ধরে যায় এবং পরবর্তী বিস্ফোরণের ফলে কাছাকাছি অক্সিজেন ট্যাংকগুলোও বিস্ফোরিত হয় বলে ওই কর্মকর্তা বলেছেন।

শিল্প পার্কটি পরিচালনাকারী সংস্থা বলেছে, তারা এই বিপর্যয়কর দুর্ঘটনায় ‘গভীরভাবে দুঃখিত’। এছাড়া পরিচয় শনাক্ত হওয়া বেশ কয়েকজন নিহতদের দেহাবশেষ তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

পিকেকে যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তুরস্কের ১২ সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ইরাকের কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তুরস্কের সামরিক বাহিনীর অন্তত ১২ সেনা নিহত হয়েছেন। গত দুই দিনে সংঘর্ষে এই সৈন্যদের প্রাণহানি ঘটেছে বলে শনিবার তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, পিকেকের অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে তুরস্কের সামরিক বাহিনী। চলমান সংঘর্ষে শনিবার কমপক্ষে ১৩ পিকেকে যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে।

এর আগে, শুক্রবারও বিমান হামলা চালিয়ে সাত পিকেকে যোদ্ধাকে হত্যার দাবি করে তুরস্কের সামরিক বাহিনী। এ নিয়ে গত দুদিনে পিকেকের মোট ২০ যোদ্ধা নিহত হয়েছেন বলে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) পিকেকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৮৪ সালে তুর্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল এই গোষ্ঠীর সদস্যরা।

পিকেকে যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিসেবে তুরস্ক প্রায়ই প্রতিবেশী ইরাকের উত্তরাঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়ে আসছে।

লোহিত সাগরে টাস্ক ফোর্স ছেড়ে চলে গেছে ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতালি

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের হুতি আন্দোলন সমর্থিত সামরিক বাহিনীর তৎপরতার মধ্যে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন করার অজুহাতে ইসরায়েলি জাহাজকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমেরিকা যে যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল তা ছেড়ে চলে গেছে ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতালি।

দেশ তিনটি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, তারা জাতিসংঘ, ন্যাটো জোট বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। তবে এককভাবে আমেরিকার সাথে জোটবদ্ধ হতে চায় না। এই ঘটনাকে আমেরিকা জন্য বড় রকমের ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা লোহিত সাগর এবং আশপাশের এলাকায় নৌ চলাচলের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং এরই মধ্যে ওই অঞ্চলে কাজ করেছে। তবে, এখন থেকে জাহাজগুলো ফরাসি কমান্ডের অধীনে থাকবে তবে আরো নৌ সেনা মোতায়েন করবে কিনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তা জানায়নি। এদিকে, ইতালির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও বলেছে, তারা ইতালির জাহাজ মালিকদের সুর্দিষ্ট অনুরোধে সাড়া দিয়ে শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য নৌবাহিনীর ফ্রিগেট ভার্জিনিও ফাসানকে লোহিত সাগরে পাঠাবে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৪৭ সংখ্যা, ৮ পৌষ ১৪৩০, ১১ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

অর্থই সকল অনর্থের মূল

প্রবাদ রহিয়াছে–অভাব যখন দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়া পালাইয়া যায়। যদিও ইহার পালটা প্রবাদ রহিয়াছে–অর্থই সকল অনর্থের মূল। তবে সম্প্রতি নোবেলজয়ী বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল কাহনেম্যান তাহার নূতন গবেষণাপত্রে বলিয়াছেন–শুধু টাকাই পারে মানুষের জীবনে প্রকৃত সুখ আনিতে। কাহনেম্যান ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, সুখের অনেক নির্ধারক রহিয়াছে–তাহার মধ্যে একটি হইল অর্থ। আর সেই অর্থই সুখের একমাত্র গোপন চাবিকাঠি–যাহা মানুষের জীবনে সুখ বাড়াইতে সর্বাগ্রে সাহায্য করে। শুধু কাহনেম্যান নহেন, মার্কিন লেখিকা গ্রেটচেন রুবিন তাহার 'দ্য হ্যাপিনেস প্রজেক্ট' গ্রন্থে লিখিয়াছেন–'অর্থ দিয়া সরাসরি সুখ কিনা যায় না বটে, তবে অর্থ ব্যয় করিয়া আপনি যে অসংখ্য জিনিস ক্রয় করিয়া থাকেন কিংবা প্রয়োজনের সময় অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য রাখেন–তাহা আপনার ভালো থাকিবার উপর ব্যাপক প্রভাব ফালায়।' অন্যদিকে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক জো গ্লাডস্টোন বলিয়াছেন, 'ইতিপূর্বে সকল গবেষণায় সার্বিক সুখের সহিত অর্থের সম্পর্ক খুবই কম বলিয়াই দেখা গিয়াছে; কিন্তু আমাদের গবেষণা তাহা ভুল প্রমাণ করিয়াছে। অর্থ থাকিলে মনের মতো যে কোনো পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এই বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানসিক চাহিদা পূরণ হয়, মন ও মেজাজ ভালো থাকে। শুধু তাহাই নহে–অর্থ আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে। সার্বিকভাবে ভালো থাকিবার জন্য তো এই সকল কিছুই প্রয়োজন।' যুক্তরাজ্যের ৭৭ হাজার ব্যাংক লেনদেন পর্যালোচনা করিয়া জো গ্লাডস্টোন তাহার গবেষণায় দেখিয়াছেন–অর্থের তাৎক্ষণিক সহজলভ্যতা জীবনে সন্তুষ্টি আনে।

কিন্তু জীবনের সন্তুষ্টি কি এতই সহজ? পরিশ্রম, সংগ্রাম ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যাহারা জীবনভর অঢেল অর্থ উপার্জন করিয়াছেন–প্রয়োজনের সময় কি তাহার সেই উপার্জন সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগে? সমগ্র জীবন কষ্ট করিয়া আয়-উপার্জন ও সম্পদ তৈরির পর বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়–সেই অর্থ যেন জীবনসংসারের নিকট জিম্মি হইয়া যায়। এই চিত্র অধিক দেখা যায় আমাদের এই উপমহাদেশে। এই জন্য প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) তাহার 'জীবন সংগীত' কবিতায় বলিয়াছেন–'বলো না কাতর স্বরে/ বৃথা জন্ম এ সংসারে/ এ জীবন নিশার স্বপন,/ দারা পুত্র পরিবার,/ তুমি কার কে তোমার'। ইহার পর কবি সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন–'করো না সুখের আশ,/ পরো না দুখের ফাঁস,/ জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,/ সংসারে সংসারী সাজ,/ করো নিত্য নিজ কাজ,/ ভবের উন্নতি যাতে হয়।/ দিন যায় ক্ষণ যায়,/ সময় কাহারো নয়'। হেমচন্দ্র উপমহাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়া যাহা বলিয়াছেন–তাহা কি আজও সত্য নহে? যতক্ষণ একজন সফল ব্যক্তির হাতে রহিয়াছে অর্থ ও সম্পদের চাবিকাঠি, ততক্ষণ অবধিই যেন তাহার মূল্য। জ্ঞানীরা বলেন, সংসার রিলে রেসের মতন–সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিকে 'ব্যাটন হাতে' সবচাইতে অধিক দৌড়াইতে হয়; কিন্তু যতক্ষণ ব্যাটন হাতে থাকিবে–ততক্ষণই কি কেবল মূল্য? প্রবল শ্রমসহযোগে অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি যে পুরা দলকে সবচাইতে অধিক আগাইয়া দিলেন–ইহার পর তাহার হাত হইতে যখন ব্যাটন অন্যের হাতে চলিয়া গেল–তখন কি তাহার ভালোমন্দ-ইচ্ছা-স্বাধীনতা–সকল কিছু মূল্যহীন হইয়া গেল? এই ক্ষেত্রে স্মরণ করিতে হয় মহামতি চাণক্যের শ্লোক। তিনি বলিয়াছিলেন :'পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।/ কার্য্যকালে সমুত্পন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং।' সহজ বাংলায়–'বিদ্যা কেবল পুথিগত হইলে এবং অর্থ অন্যের নিকট গচ্ছিত থাকিলে, সেই বিদ্যা এবং অর্থ প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে না।'

এমতাবস্থায় আমাদের আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে হেমচন্দ্রের কথায়। তিনি একাংশে বলিয়াছে :'ওহে জীব অন্ধকারে,/ ভবিষ্যতে করো না নির্ভর;/ অতীত সুখের দিন, পুনঃ আর ডেকে এনে,/ চিন্তা করে হইও না কাতর।' শেষ কথা হইল–মহান আল্লাহ যাহার কিসমতে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাই হইবে। সুতরাং অধিক চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া কী হইবে?

●●●●●●●●●●●●

নেতানিয়াহুকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে বিপাকে বাইডেন

গাজায় নির্বিচার হামলায় ইসরায়েলকে সামরিক সহযোগিতা ও নেতানিয়াহুর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে খোদ নিজের দলেই প্রতিবাদের মুখে পড়েছেন বাইডেন। আবার তাঁর দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের প্রকাশ্য বিরোধিতা করছেন নেতানিয়াহু। দুই দিকেই চাপে পড়ে বিপদে বাইডেন। লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গাজার চলতি যুদ্ধ নিয়ে উভয় সংকটে পড়েছেন। খোদ তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টির একাংশ এখন ইসরায়েলের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত সমর্থনকে প্রত্যাখ্যান করছে। আন্তর্জাতিকভাবেও তিনি একাকী হয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর মতভেদ কার্যত প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। বাইডেন চান, গাজার যুদ্ধ শেষ করে ইসরায়েলি বাহিনী দ্রুত নিজ সীমানায় ফিরে যাক। কিন্তু নেতানিয়াহু চান গাজায় স্থায়ীভাবে ইসরায়েলি সামরিক অবস্থান পোক্ত করতে। এটি তাঁর রাজনৈতিক ভরাডুবি থেকে বাঁচার একটি ঘুঁটি হতে পারে।

বিবির পাশে বাইডেন

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের অভাবনীয় হামলার পর প্রথম যে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ান, তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি আজীবনই ইসরায়েলপন্থী। এটি শুধু তাঁর রাজনীতি নয়, তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসেরও একটি অংশ–এমন কথা তিনি নিজেই বলেছেন। নিজে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের হলেও তিনি বিশ্বাস করেন, ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে টিকিয়ে রাখা তাঁর দায়িত্ব। টাইম সাময়িকীর ভাষায়, বাইডেনই হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে 'সবচেয়ে বড় ইসরায়েলপন্থী প্রেসিডেন্ট'। বাইডেনের এই অবস্থান তাঁকে ইসরায়েলে অসম্ভব জনপ্রিয় করলেও নিজ দেশে তিনি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। ইসরায়েলের বেপরোয়া বোমাবর্ষণের ফলে বেসামরিক মানুষ, বিশেষত নারী ও শিশু, বিপুল সংখ্যায় হতাহত হচ্ছে। এসব খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠে। প্রতিবাদ ওঠে বিশ্বজুড়ে।

জাতিসংঘের ভেতরে অবিলম্বে 'মানবিক' যুদ্ধবিরতির দাবি উঠলে বাইডেনের নির্দেশে শুধু সে প্রস্তাবে ভেটো দেওয়া হয়নি, হামাস নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির কোনো প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর এই অবস্থান শুধু আরব ও বৈশ্বিক দক্ষিণের সরকারগুলোকে নয়, যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্রদেরও অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। ভেতরের খবর জানেন এমন সূত্রগুলো জানাচ্ছে, হোয়াইট হাউসের এই অনড় অবস্থান নিয়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ড তাঁর অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি বাইডেনের নজর এড়িয়ে গেছে, তা নয়। তিনি ইসরায়েলের কথা উল্লেখ করে এক ঘরোয়া বৈঠকে মত প্রকাশ করেন, বেপরোয়া বোমাবর্ষণের কারণে বিশ্বে ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন কমে আসছে। তাঁর এ কথা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্র পাশে আছে বলেই ইসরায়েল এমন বেপরোয়া অবস্থান নিতে পেরেছে।

আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ জানা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে হোয়াইট ফসফরাস জাতীয় বিস্ফোরক সরবরাহ করেছে। শুধু কি তাই, ইরান বা লেবাননের হিজবুল্লাহ যাতে টুঁ-শব্দ না করতে পারে, সে জন্য তড়িঘড়ি করে যুদ্ধবিমানবাহী দুটি নৌযান পাঠিয়েছে, সঙ্গে ৭০০ নৌসেনা। কংগ্রেসকে এড়িয়ে জরুরি ভিত্তিতে ট্যাংকে ব্যবহারের জন্য গোলাবারুদ পাঠানো হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, এই যুদ্ধ যতটা ইসরায়েলের, ততটা যুক্তরাষ্ট্রেরও।

নিরাপত্তা পরিষদ

কূটনৈতিক বিপর্যয়ের বাস্তবতা হিসাবে এনে যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদে গত শুক্রবার গৃহীত এক প্রস্তাবে 'আশু ত্রাণ পৌঁছে দিতে যুদ্ধবিরতি'র সমর্থনে ভেটো প্রদানের বদলে ভোটদানে বিরত থাকে। এর ফলে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য যেমন অক্ষত থাকল, তেমনি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর দাবির প্রতিও সম্মান দেখানো হলো। যাঁর দূতিয়ালিতে বিস্তর কাঠখড় পোড়ানোর পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, জাতিসংঘে নিযুক্ত আরব আমিরাতের সেই রাষ্ট্রদূত স্বীকার করেছেন–এটি একটি দুর্বল প্রস্তাব। আরব ও কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশ চেয়েছিল অবিলম্বে অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধবিরতি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।

মূল খসড়া প্রস্তাবে সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছিল। ইসরায়েলের চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র তাতে বাগড়া দিয়ে জানায়, যুদ্ধ বন্ধ হলে তাতে লাভ হবে হামাসের। যুদ্ধ বন্ধ না হলে বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু যে বন্ধ হবে না, সে ব্যাপারে অবশ্য ওয়াশিংটন কোনো রা করেনি।

আনুগত্যের কঠিন মূল্য

গাজা যুদ্ধে এ পর্যন্ত মোট হতাহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শুধু নিহত হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি। এই সময়ে যে পরিমাণ বিস্ফোরক বিমানযোগে নিক্ষেপ করা হয়, মার্কিন গণমাধ্যমের হিসাব অনুসারে তা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত দুটি আণবিক বোমার সমশক্তিসম্পন্ন। নির্বিচার যে বোমা ফেলা হয়েছে, তার ৪০ শতাংশ 'আনগাইডেড' বা অনির্দেশিত হওয়ায় মানুষ মরেছে দেদার। প্রায় ১৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। উত্তর গাজায় অক্ষত এমন একটি বাড়িও নেই। সচল এমন একটি হাসপাতাল নেই। খাদ্য নেই, পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই। জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছে, শিশুদের জন্য গাজা হচ্ছে এক কবরস্থান।

গোড়ার দিকে মার্কিন গণমাধ্যম শুধু হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার ওপর নজর দিয়েছিল। পাল্টা হামলায় ইসরায়েলি ধ্বংসযজ্ঞ কার্যত উপেক্ষা করেছিল তারা। কিন্তু সামাজিক মাধ্যম ও আল-জাজিরা টিভির কারণে সে কথা গোপন থাকেনি। আরব অথবা পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্যাপক প্রতিবাদের আগে খোদ যুক্তরাষ্ট্রজুড়েই ইসরায়েলি ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদ ওঠে।

সাম্প্রতিক জনমত জরিপ থেকে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির পক্ষে (৬১ শতাংশ)। ডেমোক্র্যাট ও স্বতন্ত্র ভোটাররা তো বটেই, এমনকি রিপাবলিকানদের মধ্যেও ৪৯ শতাংশ মানুষ যুদ্ধবিরতির পক্ষে রায় দিয়েছেন। কংগ্রেসের ভেতরে ডেমোক্র্যাট সদস্যদের একাংশ বিশেষ করে প্রগতিশীল অংশ যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের দাবির পাশাপাশি কঠোর ভাষায় বাইডেন প্রশাসনের ইসরায়েল-তোষণ নীতির সমালোচনা করেছেন। সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ইসরায়েলকে 'চরমপন্থী' আখ্যায়িত করে গাজায় বিশেষত হাসপাতালে নির্বিচার বোমাবাজিকে 'অবর্ণনীয় অপরাধ' বলে চিহ্নিত করেন।

বাইডেনের জন্য উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, ইসরায়েল প্রশ্নে মার্কিন নাগরিকদের বিশেষ করে অনূর্ধ্ব-৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে নিঃশর্ত সমর্থনের প্রতিবাদ উঠেছে। একাধিক জরিপে দেখা গেছে, ১৯-২৯ বছর বয়সী মার্কিনদের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ নিজেদের ইসরায়েলপন্থী মনে করেন। অন্যদিকে ২৮ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে জানিয়েছেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব মার্কিনদের অবস্থান ঠিক উল্টো। কোনো সন্দেহ নেই, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রজন্মগত পরিবর্তন আসছে। তরুণদের মধ্যে ইসরায়েলকে তুষ্ট করার কোনো দায়ভার নেই। ব্যাপারটা এতটাই লক্ষণীয় যে ইসরায়েলি গণমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল তরুণ মার্কিন ভোটারদের এই পরিবর্তিত অবস্থানকে তাদের জন্য 'মারাত্মক হুমকি' হিসেবে অভিহিত করেছে। মার্কিন তরুণদের এই অবস্থান কেবল ইসরায়েলের জন্য নয়, বাইডেনের জন্যও হুমকি। আগামী নভেম্বরে তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে হবে। তরুণ ভোটাররা তাঁর নির্বাচনী আঁতাতের অন্যতম শরিক। ২০২০ সালের নির্বাচনে তাঁর বিজয়ের পেছনে তরুণ ভোটারদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অসন্তুষ্ট তরুণ ছাড়াও বাইডেনকে আরব ও মুসলিম ভোটারদের কথাও ভাবতে হচ্ছে। এসব ভোটারের মধ্যে এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সমর্থনের পরিমাণ মাত্র ১৬ শতাংশ।

রাজনীতির এই কঠিন অঙ্ক মাথায় রেখে বাইডেনকে এখন ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের রশিটি টেনে ধরতে হচ্ছে। তিনি বেপরোয়া বোমাবর্ষণ বন্ধের পাশাপাশি যুদ্ধ-পরবর্তী গাজা তথা ফিলিস্তিন প্রশ্নে একটি নতুন রূপরেখা প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবের কেন্দ্রে রয়েছে দুটি লক্ষ্য–পশ্চিম তীর ও গাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রভিত্তিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। দুই প্রস্তাবেই তাঁর জন্য প্রধান সমস্যা হলো বিবি নেতানিয়াহু।

বিবির তুরুপের তাস

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্লেষকের ধারণা, গাজা যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই বিবি নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। অধিকাংশ ইসরায়েলি মনে করেন, বিবি অনুসৃত নীতির কারণে ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে, নিজের রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের জন্য তিনিই হামাসকে শক্তিশালী করেছেন। অন্যদিকে মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে স্বাধীন ও কার্যকরভাবে কাজ করতে দেননি।

বিবি অনেকবারই বলেছেন, যত দিন গাজা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, তত দিন দুই রাষ্ট্রভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। মুখে হামাসের মুণ্ডুপাত করলেও তাঁরই যোগসাজশে কাতারের কাছে পাওয়া স্যুটকেসবোঝাই ডলার হামাসের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস জানাচ্ছে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার সপ্তাহখানেক আগেও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান কাতারে এসে এই ব্যবস্থার নবায়ন করে যান।

নেতানিয়াহু নিজেও মুখে বলেছেন, তাঁরই কারণে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক পরিকল্পনা এখন মৃত।

দুই রাষ্ট্রভিত্তিক পরিকল্পনা মৃত হলে এর বিকল্প কী? নেতানিয়াহুর চলতি মন্ত্রিসভা ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে দক্ষিণপন্থী। তারা মনে করে, গাজা, পশ্চিম তীরসহ পুরো ফিলিস্তিনের ওপর তাদের ন্যায্য দাবি রয়েছে। এই পুরোটা জায়গা–ভূমধ্যসাগর থেকে জর্ডান নদী পর্যন্ত সেই ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হবে।

তাহলে এই অঞ্চলের প্রায় ৫০ লাখ ফিলিস্তিনির কী হবে? নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য বলেছেন, তাদের সঠিক স্থান হলো জর্ডান অথবা মিসরের সিনাই। তাদের সেখানেই সরে যেতে হবে। অন্যথায় ইসরায়েলের বশ্যতা স্বীকার করে এখানে টিকে থাকতে হবে।

গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা শুরুর পর নেতানিয়াহুর পক্ষ থেকে মিসরের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল, তারা যেন স্থানচ্যুত গাজাবাসীকে সিনাই মরুভূমিতে থাকার জায়গা করে দেয়। বলাই বাহুল্য, মিসর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মাথাব্যথা হলো, এই যুদ্ধ শেষ হলে গাজার দায়িত্ব কে নেবে? নেতানিয়াহু বলেছেন, তিনি কোনো অবস্থাতেই হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে গাজায় ঢুকতে দেবেন না। তারা উভয়েই ইসরায়েলের 'অস্তিত্বের জন্য হুমকি'।

বাইডেনের ঘোষিত নীতিমালা অগ্রাহ্য করে নেতানিয়াহু যে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সংকট সমাধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, তাতে কিছুটা হলেও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। প্রকাশ্যে বাইডেনের বিরোধিতা করে তাঁর টিকে থাকা কঠিন। কিন্তু নেতানিয়াহুর হিসাব ভিন্ন। এই মুহূর্তে ইসরায়েলের ভেতরে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন নামমাত্র। এই মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিপক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়ে তাঁর ক্ষতির বদলে ভালোই হবে বলে তিনি হয়তো ভাবছেন। কট্টরপন্থীরা তাঁকে বাহবা দেবে।

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গেও নেতানিয়াহু ইহুদি বসতি প্রশ্নে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় হোয়াইট হাউস এড়িয়ে তিনি সরাসরি মার্কিন কংগ্রেসের মাধ্যমে ইসরায়েলের জন্য সমর্থন আদায় করে নিয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে নেতানিয়াহুর প্রতিরোধের মুখে ওবামাকেই নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎস মন্তব্য করেছে, বাইডেন মধ্যপ্রাচ্য শান্তির জন্য যে অংশীদার খুঁজছেন, নেতানিয়াহু সেই লোক নন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল, কারও স্বার্থ রক্ষাতেই আগ্রহী নন। তাঁর একমাত্র আগ্রহ নিজের গদি বাঁচানো।

বাইডেন নিজেও সম্ভবত নেতানিয়াহুর হাত থেকে বাঁচতে চাইছেন। ওয়াশিংটনে নিজের সমর্থকদের এক সভায় তিনি বলেছেন, নেতানিয়াহুর বর্তমান জোট শরিকেরা মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান চায় না। তাঁকে এই সরকার বদলাতে হবে। শুধু জোট সরকার নয়, খোদ নেতানিয়াহু যে সমস্যার কেন্দ্রে আছেন, এ কথা আর কেউ না হোক বাইডেন খুব ভালো করেই জানেন।

সরকার পরিবর্তনের কথা বলে বাইডেন সম্ভবত নেতানিয়াহুকে সরে যাওয়ারই ইঙ্গিত দিলেন।

ওয়ালিদ আবু হেলাল

গাজা যুদ্ধ যেভাবে ইসরায়েলকে অর্থনৈতিক চাপে ফেলে দিল

যুক্তরাষ্ট্রের জরুরি সহায়তায় হয়তো সাময়িক স্বস্তি মিলবে ইসরায়েলের। তবে গাজা যুদ্ধের কারণে তাদের যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে এবং এ ক্ষতি আরও বাড়বে।

যেকোনো যুদ্ধের ব্যয় নিরূপিত হয় মানুষের জান ও মালের ক্ষতির ওপর। যুদ্ধরত দেশের অর্থনীতির ওপর এ যুদ্ধের প্রভাব কী, তার হিসাব-নিকাশ হয় পড়ে। গাজায় গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণার পর দেশটির বিভিন্ন খাত ক্ষতিতে পড়েছে। ইসরায়েল যদি তার সামরিক অভিযান দীর্ঘায়িত করে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থনীতিও নেতিবাচক ফল ভোগ করবে, অধিকৃত ফিলিস্তিনের কথা না হয় বাদই দিলাম। অর্থনীতির আকার, মাথাপিছু আয় ও অন্যান্য জরুরি বিষয় বিবেচনায় ইসরায়েলের অর্থনীতি অনেক অগ্রসর বলে বিবেচিত। ২০২২ সালে ইসরায়েলের মোট দেশজ উৎপাদন ছিল ৫২২ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থনীতি মিসর, ইরান, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়ার চেয়ে বেশি। যদিও এই দেশগুলোয় জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। ইসরায়েলের জনপ্রতি দেশজ উৎপাদন ৫৫ হাজার ডলার। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো উন্নত দেশগুলোও জনপ্রতি দেশজ উৎপাদনে ইসরায়েলের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এ ছাড়া তেলসমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়েও ইসরায়েল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। ইসরায়েলের অর্থনীতিতে বড় উল্লম্ফন ঘটে গত দুই দশকে । চীন ছাড়া দ্রুত বাড়তে থাকা অর্থনীতিগুলোর মধ্যে ইসরায়েলি অর্থনীতির অবস্থান প্রথম বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এমনকি ২০০০-২২ সাল মেয়াদে ইসরায়েলি অর্থনীতি, মার্কিন, ইউরোজোন ও জাপানের অর্থনীতির চেয়ে দ্রুত এগিয়েছে। গত ২২ বছরে ইসরায়েলের অর্থনীতির আকার তিন গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ প্রযুক্তি খাতে ইসরায়েলের ব্যাপক অগ্রগতি। সিলিকন ভ্যালির পর প্রযুক্তিতে ইসরায়েলই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল। ইসরায়েলের প্রযুক্তি খাত দেশটির উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে এবং মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশই আসছে এ খাত থেকে। সন্দেহ নেই, যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে এ খাতেই। ইসরায়েলের এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় আছে। প্রত্যক্ষ ব্যয়ের একটি হলো যুদ্ধের কারণে প্রতিদিনকার ব্যয়। এ ব্যয় মেটাতে ইসরায়েল অতি উচ্চ সুদে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ চেয়েছে। যুদ্ধের প্রতিদিনকার ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, গুলি, বোমা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য রসদ, রিজার্ভ ফোর্সের বেতন-ভাতা (যাঁরা গাজায় যুদ্ধ করার জন্য চাকরি ছেড়ে এসেছেন); ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও উড়োজাহাজের ক্ষতি, অবচয়, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ইত্যাদি।

যুদ্ধের পরোক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন শিল্প, প্রযুক্তি, পর্যটন ও শ্রমবাজারের ওপর। বৈশ্বিকভাবে প্রতিবছর ইসরায়েল ৮০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের হাইটেক সামগ্রী রপ্তানি করত। এ যুদ্ধ নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একটা উদাহরণ দিই, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সাড়ে তিন লাখ রিজার্ভ সেনাকে গাজা যুদ্ধে অংশে নিতে ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁদের বড় অংশই প্রযুক্তি খাতের কর্মী। তাঁরা এখন তাঁদের নিয়মিত কাজের বাইরে আছেন। অনেক কর্মী ও প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ফলে প্রযুক্তি খাতে কর্মরত এই ব্যক্তিরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছেন না। মাইক্রোসফট, আইবিএম, ইনটেল, গুগলসহ প্রায় ৫০০ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলের টেক-সেক্টরে বিনিয়োগ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ইসরায়েলে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে কি না, সেটি পুনর্বিবেচনা করতে পারে। মাইক্রোসফট ইসরায়েল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মুখ্য বিজ্ঞানী টোমার সিমন সম্প্রতি তাঁর এ উদ্বেগের কথা ইসরায়েলি নিরাপত্তা উপদেষ্টা তাজি হানেগবিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। সিমন বলেন, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিকাশ নির্ভর করছে ইতিবাচক পরিবেশের ওপর। প্রযুক্তি খাতে একটি চাকরির বিপরীতে পাঁচজনের সম্পূরক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলের শুধু কমলা উৎপাদনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হওয়া উচিত হবে না।

সিলিকন ভ্যালি জায়ান্ট ইনটেল প্রথম ১৯৭৪ সালে ইসরায়েলে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। গত জুলাইতে তারা চিপ ও সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ইসরায়েলি কারখানার সঙ্গে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি করেছিল। অস্থিতিশীলতার দরুন এ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। ইনটেল এখনো এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত আছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে চিপ উৎপাদন কমেছে কি না, সে সম্পর্কেও জানায়নি তারা।

সমরাস্ত্রশিল্প বৃহৎ একটি রপ্তানি খাত। এ মুহূর্তে এসব কারখানায় যা কিছু তৈরি হচ্ছে, তার সবটাই চলে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সমরাস্ত্র রপ্তানিতে তারা বড় ধাক্কা খেতে পারে।

তীর্থস্থান হওয়ায় প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী খ্রিষ্টীয় ছুটির সময় জেরুজালেমে ভ্রমণে আসেন। ওল্ড সিটি অব জেরুজালেম এখন প্রায় জনশূন্য। বণিকদের কোনো আনাগোনা নেই, কেনাবেচাও নেই। শত শত পর্যটক তাঁদের রিজার্ভেশন বাতিল করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে। অতিমারির সময় যখন সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, ইসরায়েলের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল। এল আল ছাড়া অন্য কোনো এয়ারলাইনস বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ওঠানামা করছে না। এ খাতে যেমন ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা আছে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা, কর ও অন্যান্য আয়ের পথ রুদ্ধ হতে পারে।

৭ অক্টোবরের পর ১ লাখ ২০ হাজার ফিলিস্তিনি কাজ হারিয়েছেন। এই শূন্যতা পূরণে এখন বাইরে থেকে জনশক্তি আমদানি করতে হবে। আগেই ইসরায়েল বলেছে, ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের জায়গায় ভারতীয়দের নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ ইসরায়েলকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, তাঁদের বাসস্থান ও বিমানভাড়ার ব্যবস্থাও করতে হবে তাদের। ইসরায়েল বোমা বর্ষণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে অর্থ বরাদ্দের দাবি তুলতে থাকে। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য ১০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলার যাওয়ার কথা ইসরায়েলে।

বিনিয়োগকারীরা এখন এমন কোনো দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন কি না, যে দেশ গত ১৭ বছরে ছয়টি যুদ্ধে জড়িয়েছে, তা নিয়ে সংশয় আছে। মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদন ছাড়ের আলোচনায় তীব্র বিতর্ক হয়। কারণ, রিপাবলিকানরা অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধের শর্ত জুড়েছিল অনুদানের সঙ্গে। ডেমোক্র্যাটদের ছোট একটি দল এবং স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যানডার্স এ অনুদানের সঙ্গে গাজায় প্রাণহানি কমানো ও আরও বেশি পরিমাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের কথা তোলেন। শর্তগুলোর কোনোটিই গ্রাহ্য করা হয়নি। যুদ্ধের শুরুর দিকে ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় ধারণা করেছিল, এ যুদ্ধের খরচ হবে ৫০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু যুদ্ধ যত এগিয়েছে, খরচের আশঙ্কাও তত বাড়ছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এ খরচ ৪০০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। জরুরি মার্কিন সহায়তা হয়তো ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর এ চাপকে কিছুটা শিথিল করবে। কিন্তু অর্থনীতির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেষ কথা হলো, অর্থনীতির বিকাশের জন্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা–দুইই প্রয়োজন। এ ক্ষতির বাইরে আরও একটা বড় ক্ষতি হয়েছে–গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ, প্রাণী ও অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার সুনাম খুইয়েছে।

নিবন্ধটি মিডল ইস্ট আইয়ে প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

প্রথম নজর

মঙ্গলকোট হাসপাতালের বিএমওএইচ 'বেপাত্তা'

সম্প্রীতি মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: প্রায় ১৮০ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত মঙ্গলকোট ব্লক এলাকা। হাসপাতাল বলতে নুতনহাট এবং সিঙ্গতে রয়েছে। মাথরুণ সংলগ্ন সিঙ্গত হাসপাতালে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থাকলেও স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাবে পরিষেবা সেভাবে নয়।তাই মঙ্গলকোটের সদর শহর নুতনহাটে ব্লক হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল এই ব্লকের বেশিরভাগ বাসিন্দা। এমনকি সীমান্তবর্তী বীরভূমের নানুরের অনেক বাসিন্দা এখানে চিকিৎসা নিতে আসেন। খাতা-কলমে এই ব্লক হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন ঘটলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা।আগেকার বিধায়ক সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর বিধায়ক তহবিল থেকে ব্যাপক অর্থ বরাদ্দকৃত হয়ে বর্তমানে আধুনিক হাসপাতালের রূপ নিয়েছে ব্লক হাসপাতাল টি।বর্তমান বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে তৎপর। তবে বিএমওএইচ পদে যিনি এসেছেন। তাঁকে হাসপাতালে দেখা যায়না বলে আগত রোগীদের কাছ থেকে জানা যায়। খাতা-কলমে হাজিরা থাকলেও তিনি সপ্তাহে একবেলা আসেন সই -সাক্ষর করতে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানিয়েছেন।নাম প্রকাশ করা যাবেনা শর্ত রেখে ওই কর্মী আরও জানান -' বিএমওএইচ সাহেব হাসপাতালের কোয়াটারে থাকেননা। কোয়ার্টারে অন্য বহিরাগতরা থাকেন। হাসপাতালের সামনে এক ল্যাব মালিকের সহযোগিতায় কলকাতা থেকে গাড়ি করে বর্ধমান শহরে আসেন চেম্বার করতে'। রোগীদের সিংহভাগের অভিযোগ,সরকারি ডাক্তাররা হাসপাতালের বাইরে কোথায় রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, কোথাও ঔষধ কিনতে হবে। সবই বলে দেন। তাছাড়া বিভিন্ন ল্যাবের কর্মীদের হাসপাতালের প্রতিটি জায়গায় অবাধ বিচরণ করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে জানতে বিএমওএইচ কে বারবার ফোন করা হলে ফোন প্রতিবারই ব্যস্ত করে দেওয়া হয়।

জামালউদ্দিনের হাতে তৈরি রামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অযোধ্যায়

শেখ কামাল উদ্দীন ● বারাসত

আপনজন: কয়েকদিন আগেই 'দৈনিক আপনজন' পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে একটি হিন্দু পরিবার বারাসাতের একটি মসজিদ তিন পুরুষ ধরে পরিচালনা করছেন। গতকাল 'দৈনিক আপনজন'এর প্রতিনিধি আরও একটি অসাধারণ সম্প্রীতির দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারাসাতেরই যশোর রোডের ধারে দত্তপুকুরে দীঘার মোড়ে। এখানকার 'বিটু ফাইবার গ্লাস' নামের একটি কারখানায় বিভিন্ন মনীষী ও দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়। এই কারখানার মালিক জামালউদ্দিনের নাম এখন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত। আগামী বছরের ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যাতে যে রামমন্দির উদ্বোধনে বিখ্যাত নেতারা উপস্থিত থাকবেন, সেখানে পরোক্ষে উপস্থিত থাকবেন এই জামালউদ্দিন। তাঁর তৈরি রামের একটি মূর্তিও সেদিন অযোধ্যাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। যে বাবরি মসজিদ ও রাম জন্মভূমি নিয়ে এত বিতর্ক সেখানে একজন মুসলিমের তৈরি রামমূর্তি স্থাপিত হবে একথা জানার পর স্থানীয় বেশিরভাগ মানুষজনের কাছ থেকে জামালউদ্দিন প্রশংসিত হন। প্রাথমিকভাবে কিছু মানুষ ঘটনাটি

জানার পর সামান্য উত্তেজিত হলেও জামালউদ্দিনের কাছ থেকে যখন তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি একজন কারিগর হিসেবে এই মূর্তি তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই। একজন ব্যবসায়ী কখনোই তার তৈরি মূর্তি কোথায়, কেন স্থাপিত হবে সেকথাও জানা ব্যবসায়ীর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না বলে তিনিও অযোধ্যা থেকে আগত হিন্দিভাষী মানুষজনের কাছ থেকে জানতেও চাননি কোথায়, কেন এই মূর্তি স্থাপিত হবে। স্থানীয় সংখ্যালঘু মানুষজন তাঁর ব্যাখ্যার

শিল্পী জামালউদ্দিনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন 'দৈনিক আপনজন' পত্রিকার প্রতিনিধি শেখ কামাল উদ্দীন। (বাঁ দিকের ছবিতে তৈরি রামের মূর্তি)

যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেওয়ায়, প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠে তাঁদের আশ্বাস ও সহযোগিতায় ধর্মভিরু, অজাতশত্রু এই মানুষটি আবার মন দিয়ে কাজ করতে পারছেন। স্থানীয় মানুষদের প্রতি জামালউদ্দিন কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

প্রায় আট বছর আগে দক্ষিণ ভারতের একটি বেসরকারি ফিল্ম সিটিতে দত্তপুকুরের অনেক বেকার যুবকের সঙ্গে জামালউদ্দিনও কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কাজ শিখে ফিরে এসে যশোর রোডের উপরেই এখন দু'দুটি কারখানা স্থাপন করেছেন, যেখানে প্রায় ১৫-১৬ জন কর্মী নিত্য কাজ করেন। তাঁর পুত্র মোঃ আলাউদ্দিনও জানান, তিনি পিতার এই কাজটিকে পেশা হিসেবে নিয়েই ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজের বরাত পেলে তা একজন ব্যবসায়ী হিসেবে করে যেতে চান।

পিতা-পুত্র দু'জনেই এই প্রতিবেদককে জানান যে, তারা ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবেই দেখতে চান যেখানে সব ধর্মের মানুষই স্বাধীনভাবে নিজস্ব ধর্মাচরণ করতে পারবেন। স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষক তথা নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক শাহজাহান মন্ডল জানান, দুই সম্প্রদায়ের মানুষই যখন একে অন্যের পাশে থেকে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে তখনই একটি প্রকৃত সুন্দর ভারতবর্ষ তৈরি হবে

পরিচয়পত্রে ভুল থাকায় টেট পরীক্ষা দিতে পারলেন না ১০ জন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পরিচয় পত্রে ছবি ভুলের জন্য পরীক্ষা দিতে পারলেন না কমপক্ষে ১০জন পরীক্ষার্থী। রাজ্য জুড়ে হয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। প্রায় তিন লক্ষ পরীক্ষার্থী এদিনের পরীক্ষায় বসেছে বলে পর্ষদ সূত্রের খবর। অন্যান্য জেলার ন্যায় এজেলাতেও প্রায় শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলো এদিনের পরীক্ষা। তবে বোলপুর কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারলেন না ১০জন পরীক্ষার্থী।

অ্যাডমিট কার্ডের ছবির সঙ্গে পরিচয়পত্রের ছবি একরকম না হওয়ায় এবং ১১টা ২০মিনিটে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসায় তাদেরকে কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, প্রায়শই দেখা যায় সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রে ছবি ভুল ছাপা হয়েছে। তারই খেসারত দিতে হচ্ছে টেট পরীক্ষার্থীদের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গ্রাম সভা ও দুয়ারে শিবির ভগবতীপুরে

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: হুগলির চন্ডীতলা এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ২০শে ডিসেম্বর ২০২৩ ভগবতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম সভা ও দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল। উক্ত গ্রাম সভা এবং দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো নবাবপুর হাই মাদ্রাসা মাধ্যমিকের মাঠে যা প্রচলিত নাম সিংহ জোড়মাঠ। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার এছাড়া এক নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও, আধিকারিকগণ ও এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি সনৎ সানকি প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা দুই নাম্বার ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী মনোজ সিং ও বিকাশ। ২০২৪ ও ২০২৫ এর খসড়া বাজেট পেশ করেন ভগবতীপুর পঞ্চায়েতের সচিব শরিত সরকার মহাশয়, এই দিন স্বাতী খন্দকার ভগবতীপুর গ্রাম সভার পুস্তক প্রকাশ করেন।

শহরে বড়দিনের নিরাপত্তা নিয়ে তৎপর কলকাতা পুলিশ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ২৪ তারিখ রবিবার পার্ক স্ট্রিট সহ শহরের বিভিন্ন চার্চের জন্য মোতায়েন থাকছেন ৩ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার, ১০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার, ৫০ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদা অফিসার, সাব ইনস্পেকটর ও পুলিশ সার্জেন্ট ২৩৯ জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর ৩০০ জন, হোমগার্ড ১৪৭২ জন। শহরের চার্চ গুলোকে ঘিরে নিরাপত্তা বলায় গড়ে তোলা হয়েছে।এছাড়াও মহিলা ইনস্পেকটর ১ জন, মহিলা সাব-ইনস্পেকটর ৯ জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেকটর ২৪ জন ও মহিলা কনস্টেবল ১৭৮ জন মোতায়েন থাকছে।

সব মিলিয়ে শুধুমাত্র ২৪ তারিখ সন্ধার জন্য ২২৮৬ জন পুলিশ কর্মী রাস্তায় নামছে।

এছাড়া ২৫ তারিখের জন্য কলকাতা পুলিশের তরফে থাকছেন, ৯ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার, ২৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার, ৭৫ জন ইনস্পেকটর, ৩০৪ জন সাব ইনস্পেকটর ও পুলিশ সার্জেন্ট। এছাড়াও হোমগার্ড

থাকছে ২০৬৪ জন।

নজরদারিতে মহিলা ১ জন ইনস্পেকটর, ৯ জন সাব ইনস্পেকটর, ৩২ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেকটর ও ২৬১ জন মহিলা কনস্টেবল থাকছেন।

সব মিলিয়ে ৩১৮৯ জন পুলিশ কর্মী রাস্তায় থাকছেন।

এছাড়াও পিসিআর ভ্যান, কিউআরটি ও এইচআরএফএস প্রস্তুত রাখা হয়েছে লালবাজারের তরফে।

রিভার ট্রাফিক পুলিশ প্রস্তুত থাকছে চারটি গঙ্গার ঘাটে। সংশ্লিষ্ট গঙ্গার ঘাট গুলি হল: পানি ঘাট ১, পানি ঘাট ২, একটি জেটিতে, প্রিন্সেস ঘাটে ডিএমজি দুটি থাকবে। একটি বেলুড় ঘাট ও দক্ষিণেশ্বর ঘাটে থাকবে । বিশেষ নজরদারি চালানো হবে এজেসি বোস রোড, মৌলালি ক্রসিং থেকে মল্লিক বাজার সহ একাধিক জায়গায়।

৮ টি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকছে লালবাজারের তরফে।

লালবাজার কন্ট্রোল রুম থেকে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিশেষত পার্ক স্ট্রিট ধর্মতলা ময়দান আলিপুর চিড়িয়াখানা ভিক্টোরিয়া এসব এলাকায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে রবি ও সোমবার নজরদারি চালানো হবে। প্রয়োজন বোধে ড্রোন উড়ানো হতে পারে।

জয়দেব কেন্দুলি মেলা আশ্রম কমিটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রবিবার ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলা আশ্রম কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। আগামী ২৯ শে পৌষ থেকে জয়দেব কেন্দুলিতে বসবে মেলা। এই ঐতিহ্যবাহী মেলায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও ভারতবর্ষের নানান প্রান্ত থেকে সাধু মহন্ত ও পূন্যার্থীরা আসেন জয়দেব কেন্দুলির মেলায়। মেলার আগে এদিন অন্যান্য বছরগুলির মতো পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেব কেন্দুলিতে যে সমস্ত স্থায়ী অস্থায়ী আখড়াগুলি বসিয়ে পূন্যার্থীদের ভক্তসেবা সহ নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেই সমস্ত আশ্রমগুলির সদস্যদের নিয়ে এদিন আলোচনা সভা বা প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। আশ্রম কমিটির তরফে সকল আশ্রম সদস্যদের ডি.জে বক্স না বাজানো, মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, আশ্রমগুলিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহ নানান বিষয়ে অবগত করা হয়। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে মেলায় জল, আলো, রাস্তা বিনামূল্যে ব্যবস্থা করে সে বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত মেলা কমিটির সদস্য সদস্যারা।জয়দেব কেন্দুলি মেলায় সুবিধা অসুবিধার বিষয়গুলি নিয়েও বিশদে আলোচনা করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তথা মেলা কমিটির সহ সভাপতি চুমকি মুখার্জী, জয়দেব মেলা আশ্রম কমিটির সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী, সহ সভাপতি শান্তি কুমার রজক, সম্পাদক জহরলাল ঘোষ, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আপু লায়েক, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় মাজি সহ সাধু সন্ত এবং অন্যান্য সদস্য সদস্যা ও বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন আশ্রম কমিটির সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী ও আশ্রম কমিটির সহসভাপতি চুমকি মুখার্জী ।

নিউ টাউনে উচ্ছেদকে ঘিরে রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নিউটাউনের ঝিলপাড়ে শনিবার অবৈধ দোকান উচ্ছেদ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়ায়। উচ্ছেদ করতে আসা হিডকোর লোকজনকে বাধা ও মারধর করার অভিযোগ দোকানদারদের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে নিউটাউন থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার নিউটাউন ঝিলপাড়ে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ অভিযানে নামে হিডকোর কর্মীর। উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়। অভিযোগ হিডকোর লোকজন যখন দোকান উচ্ছেদ করতে আসে, দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বাধা দেয়। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে এবং এর পরই হিডকোর কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ। পাশাপাশি হিডকোর লোকেদের বিরুদ্ধেও দোকানদারদের মারধর করার অভিযোগ।

গণপিটুনিতে দুই জনের মৃত্যুতে উত্তেজনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: জামাল পুরের ময়না গ্রামে গতরাতে গরু চুরি করতে যাওয়ার অভিযোগে গণ পিটুনিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর দুই যুবকের মৃত্যুতে ব্যাপক উত্তেজনা আছে স্থানীয় এলাকায় । আবার শহর বর্ধমানে পুরোনো শত্রুতার জেরে তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় ব্যক্তি শঙ্কর ঘোষালের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল মধ্য রাতে,পূর্ব বর্ধমান জেলার ১০ নং ওয়ার্ডের অফিসার্স কলনি এলাকায়।মৃত যুবকের নাম শুভাশীষ মহন্ত ওরফে কার্তিক।বয়স ৪৩ বছর।

মৃতর মা মন্দিরা মহন্ত বলেন দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত শুভাশীষ মানুষের সব সময় উপকার করত কারো সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শুভাশীষ অফিসার্স কলনীতে বহু দিন বাসিন্দা। গতকাল বাড়ি ফেরার সময় শঙ্কর ঘোষাল কে মাথায় বড়ো রড় দিয়ে মারে।হাতের কাজের শিরা কেটে দেয়।কানে রড ঢুকিয়ে দেয়। স্থানীয় এক টোটো চালক ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। শঙ্কর ঘোষালের সাথে পুরোনো কোনো শত্রুতা ছিলো বলে জানান মন্দিরা মহন্ত।টোটো চালক সুরজিত ব্যানার্জী বলেন ধর্মরাজ রুটির দোকান থেকে রুটি নিয়ে যাবার সময় দেখি মাটিতে পরে রয়েছে কার্তিক।তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলে শঙ্কর ঘোষাল তাকে রড দিয়ে মরে পালিয় যায়।সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রথমে বর্ধমান থানায় নিয়ে জাওয়াহই। এবং পরে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে ডাক্তারা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। যদিও এর পেছনে কোন রাজনৈতিক রঙ আছে কিনা তা কিন্তু পরিষ্কার নয় ।গত রাত্রে দুই জায়গায় তিন মৃত্যু আবারো শিরোনামে বর্ধমান ।

'হোলি মিশন'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল 'হোলি মিশন এর উদ্যোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ । এই স্কুল দীর্ঘদিন ধরে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শনিবার কালিয়াচক টাউন লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে ইংরেজিতে ছড়া, গান ,আবৃত্তি, ছাড়াও অসমীয়া ভাষায় নৃত্য সহ একগুচ্ছ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে নজর কাড়ে। কালিয়াচকে ক্রমশ ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা নজর কাড়ছে তাদের দক্ষতা ও উৎকর্ষতায় উপস্থিত দর্শকদের যথেষ্ট আকৃষ্ট করেন । এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মাদীয়া হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওহাব, শিক্ষারত্ন শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, পুলিশ অফিসার ম্যাডাম মৌসুমী রায় মল্লিক, প্রধান শিক্ষিকা এস .এফ. আনজুম। উৎসাহ ছিল ব্যাপক।

চাপড়ায় সাত সকালে গুলি করে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার চাপড়ায় এক দুস্কৃতি সাত সকালে গুলি করে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য। চাপড়া থানার লক্ষীমালা ইটভাটা কাছে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা কৃষকরা।চাপড়া খুন হাত কাটা মাসুদ রবিবার চাপড়া পদ্মালামা মাঠে কৃষকরা তাকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সূত্রে জানা যায়,এই মাসুদ বিরুদ্ধে একাধিক ব্যক্তিকে খুন তোলাবাজি সহ একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপে সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ভোট পরবর্তীকালে একটি খুন অভিযোগে গত কয়ক মাস আগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ছিল। বর্তমানে জামিনে ছাড়া পায়। ভোট পরবর্তী এলাকায় অশান্তি করার অভিযোগ ছিল এবং এলাকাবাসীর কাছে টাকা তোলার অভিযোগে আগ্নেয় অস্ত্র সহ তাকে গ্রেফতার করেছিল চাপড়া থানার পুলিশ।শত্রুতা জেরে খুন বলে জানা গেছে।হাত কাটা মাসুদের স্ত্রী আরাধনি মণ্ডল জানান,গতকাল রাতে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় সকাল বাড়ি খবর আসে তার মৃতদেহ মাঠে পড়ে আছে এবং ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পরিবারের লোকজন কান্না ভেঙ্গে পড়ে গোটা পরিবারে লোকজন পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগে দায়ের করে।মৃতদেহটি চাপড়া থানার পুলিশ

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,তাঁর বুকে গুলির একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া বালে জানিয়েছে। ওই ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল পাঠিয়েছে। খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পিকআপ ভ্যান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে গেল পিকআপ ভ্যান। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত মিনাপাড়া এলাকার ঘটনা। পুরো বিষয়টির খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ফুলবাড়ি থেকে বালুরঘাটে উদ্দেশ্যে যাবার সময় এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। রামপুর সংলগ্ন মিনাপাড়া এলাকায় ৫১২ নং জাতীয় সড়কের পাশে থাকা গার্ড ওয়ালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় পিকআপ ভ্যানটি। ঘটনায় আহত হন পিক আপ ভ্যানের চালক ও গাড়িতে থাকা আরেকজন খালাসি। বিষয়টি নজরে আসতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। এরপরই তারা খবর দেন তপন থানার অন্তর্গত রামপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশকে। এরপরই পুলিশ এসে পিকআপ ভ্যানটি থানায় নিয়ে যায়।

অনন্যা নারী সম্মাননা

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে চাতক ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে ফরিদপুর অধুনা যশোহর বাসীন অধ্যক্ষ ড. শাহনাজ পারভিন 'চাতক অনন্যা নারী সম্মাননা' গ্রহণ করছেন ইতিহাস বেত্তা খাজিম আহমেদের হাত থেকে। সঙ্গে রয়েছেন চাতক পুরস্কার প্রাপক কবি ও সমাজসেবী ঢাকাবাসীন মুসতারি বেগম। উভয়েই বাংলাদেশের নাগরিক।

মোনার্ক স্কুলে বার্ষিক অনুষ্ঠান

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের ভজরামপুর এলাকায় মোনার্ক গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল শনিবার সন্ধ্যায় স্কুল প্রাঙ্গনে।

প্রথমে প্রদীপ জালিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় এবং পরে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন স্কুলের পঠন পাঠন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে , তারপর শুরু হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য সংগীত কবিতা আবৃত্তি কুইজ ও ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

এদিন উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, হরিহরপাড়া থানার আইসি অমিত নন্দী, মালদার কালিয়াচকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার, প্রতিষ্ঠানের কর্ণধর মৃগাঙ্ক মণ্ডল,স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক অভিভাবিকারাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উলভসের কাছে চেলসির হারে ফিরল ২৩ বছর আগের স্মৃতি

আপনজ ডেস্ক: উলভারহ্যাম্পটন ২ : ১ চেলসি

এক ম্যাচে জয় তো পরের ম্যাচেই ড্র বা হার–চেলসির এলোমেলো লিগ-যাত্রা চলছেই। গত সপ্তাহে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে হারানো দলটি এবার উলভারহ্যাম্পটনের মাঠে হেরে গেছে। বড়দিনের আগে প্রিমিয়ার লিগের সর্বশেষ ম্যাচে উলভসের মাঠে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে মরিসিও পচেত্তিনোর দল। এবারের লিগে এটি চেলসির অষ্টম হার, প্রতিপক্ষের মাঠে টানা চতুর্থ। ২০০০ সালের পর এই প্রথম লিগে প্রতিপক্ষের মাঠে টানা চার ম্যাচ হারল চেলসি। উলভারহ্যাম্পটনের আগে এভারটন, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও নিউক্যাসলের মাঠে হেরেছিল তারা। এবারের লিগে মাত্র একবারই টানা দুই ম্যাচ জিতেছে চেলসি, অক্টোবরের শুরুতে ফুলহাম ও বার্নলির বিপক্ষে। এর পর থেকে চলছে জয়ের পরের ম্যাচে ড্র বা হারের ধারা, যা বজায় থাকল ১৬ ডিসেম্বর শেফিল্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারানোর পরও। মলিনু স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে প্রথমার্ধে গোলের সবচেয়ে ভালো সুযোগটি পেয়েছিল চেলসিই। ৩২ তম মিনিটে উলভস গোলকিপার হোসে সা তাঁর দলের মিডফিল্ডার গোমেজকে বাড়ালে সেটি দখলে নেন রাহিম স্টার্লিং। ইংলিশ ফরোয়ার্ড একাই পেয়ে যায় সা-কে। পাশে থাকা নিকোলাস জ্যাকসনকে বাড়ালে যা বিনা বাধায় জালে যাওয়ার কথা। কিন্তু স্টার্লিং নিজেই শট নিলে সেটি আটকে দেন উলভস গোলকিপার।

ম্যাচের তিনটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচের ৫১তম মিনিটে পাবলো সারাবিয়ার কর্নার কাজে লাগিয়ে বল জালে পাঠান মারিও লেমিনা। উলভসকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন ম্যাট ডোহার্টি। বদলি নামা আইরিশ ডিফেন্ডার 'সাইড-ফুটেড ফিনিশিং' বল জালে জড়ান ৯২তম মিনিটে। এর তিন মিনিট পরই এক গোল শোধ দেয় চেলসি। অরক্ষিত থাকা ক্রিস্টোফার এনকুকু হেডে ব্যবধান ২-১-এ কমিয়ে আনেন। এরপরও খেলা বাকি ছিল আরও পাঁচ মিনিট। তবে সমতার গোলটি চেলসি দিতে পারেনি। ১৮ ম্যাচ শেষে ২২ পয়েন্ট নিয়ে চেলসির অবস্থান ১০ নম্বরে, সমান ম্যাচ আর সমান পয়েন্টে গোল ব্যবধানের কারণে ১১ নম্বরে উলভস। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারটি স্থানে আছে যথাক্রমে আর্সেনাল (৪০), লিভারপুল (৩৯), অ্যাস্টন ভিলা (৩৯) ও টটেনহাম (৩৬)।

এবার কি দক্ষিণ আফ্রিকা জয় করতে পারবেন 'নতুন রোহিত'

আপনজন ডেস্ক: 'আগামীকাল আবার সূর্য উঠবে'। ২০১৮ সালের ১৮ জুলাই রোহিত শর্মার টুইট এটি। রোহিতের এমন টুইটের কারণ, ইংল্যান্ড সিরিজের টেস্ট দল থেকে তাঁর বাদ পড়া। সেই সময়ের ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সংবাদগুলো বলছে এমনটাই। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ব্যর্থ হওয়ায় প্রথমে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে জায়গা হারান। এরপর জায়গা পাননি ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলেও। অথচ এই সময়ই রোহিত টেস্ট ক্রিকেট ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন। তবে এক দক্ষিণ আফ্রিকা সফর সেই স্বপ্নে আবারও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রোহিতের ক্যারিয়ারে আবারও সূর্য উঠেছে। যে ভারতীয় টেস্ট দলে তাঁর জায়গাই হতো না, সেই দলের অধিনায়ক এখন তিনি। যে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে বাদ পড়েছিলেন টেস্ট দল থেকে, সেই সফরেই ভারত এবার খেলবে তাঁর নেতৃত্বে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে রোহিত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যান। বরাবরই টেস্ট দলে আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকা এই ব্যাটসম্যান সেই সফরের আগেই পায়ের নিচে একটু মাটি খুঁজে পেয়েছিলেন। কারণ, সর্বশেষ সিরিজেই পেয়েছিলেন শতক। প্রায় এক বছর আগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দলে ফিরেছিলেন। সেই শতকের পর আবার তৃতীয় টেস্টে করেছিলেন জোড়া অর্ধশতক। স্বাভাবিকভাবেই রোহিতের চোখে তখন দলে থিতু হওয়ার স্বপ্ন ছিল। সেই সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলা প্রথম দুই টেস্টেই রোহিত ব্যর্থ হন। ২ টেস্টের ৪ ইনিংস মিলিয়ে রান করেছিলেন ৭৮, যেখানে সর্বশেষ ইনিংসেই করেছিলেন ৪৭। সেই সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে ভারতীয় সব

ব্যাটসম্যানই ব্যর্থ ছিলেন। শুধু প্রথম টেস্টে হার্দিক পান্ডিয়ার ৯৩ রানের ইনিংসের পর বিরাট কোহলি দ্বিতীয় ইনিংসে শতক পেয়েছিলেন। তাতে অবশ্য প্রথম দুই টেস্টে ভারতের হার থেকে রক্ষা হয়নি। সবাই ব্যর্থ হলেও ব্যর্থতার দায়ে দল থেকে বাদ পড়েন রোহিত। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ করার পরও তাই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তৃতীয় টেস্টে রোহিতকে বাদ দেওয়া হয়। এরপর বাদ পড়েন টেস্টের পরের দুই সিরিজ থেকেও। রোহিতের টেস্ট ক্রিকেটে পুনর্জন্মও হয় এই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষের সিরিজ দিয়ে। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান থেকে টেস্টে ওপেনার হয়ে ওঠেন রোহিত। ২০১৯ সালের অক্টোবরে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওপেনার হিসেবে অভিষেক টেস্টে করেন জোড়া শতক। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে যেটা একমাত্র ঘটনা। এরপর সিরিজের তৃতীয় টেস্টে রোহিত করেন দ্বিশতক। মূলত এর পর থেকে রোহিত আর পেছনে ফিরে তাকাননি। মিডল অর্ডার থেকে ওপেনার...দলে থিতু হওয়া...এরপর অধিনায়কত্ব পাওয়া। টেস্টে ঘরের মাঠে রোহিত বরাবরই দুর্দান্ত। অভিষেক টেস্টেই শতক করা রোহিত ঘরের মাঠে ৩৬ ইনিংসে রান করেছেন ৬৬.৭৩ গড়ে। শতক ৮টি। তবে দেশের বাইরে ৪৮ ইনিংসে রোহিতের গড় ৩৪.৫১। শতক দুটি। ওপেনার হিসেবে খেলার পর থেকে দেশের বাইরে রোহিত ভালোই করছেন। গড়টাও বেড়েছে। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর রোহিতের দেশের বাইরে টেস্ট গড় ছিল মাত্র ২৫.৩৫। আর ওপেনার হিসেবে দেশের বাইরে তিনি ১৫ ইনিংসে রান করেছেন ৫২.৬৪ গড়ে। অস্ট্রেলিয়ায় ৪ ইনিংসে ওপেনার হিসেবে খেলে কোনো শতক পাননি। তবে কঠিন কন্ডিশনে সিডনিতে দুই ইনিংসে করেছিলেন ২৬ ও ৫২ রান। ব্রিসবেনে করেছিলেন ৪৪ ও ৭।

আর ইংল্যান্ডের মাটিতে পেয়েছেন শতক। ২০২১ সালে ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শতক করেন রোহিত, যেটি দেশের বাইরে তাঁর প্রথম শতক ছিল। এর আগে ওই সিরিজেই পেয়েছিলেন দুটি অর্ধশতক। সব মিলিয়ে ওপেনার হিসেবে ৮ ইনিংসে রান করেছেন ৫২.৫৭ গড়ে। নিউজিল্যান্ডে ওপেনার হিসেবে খেলা হয়নি রোহিতের। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ওপেনার রোহিত পেয়েছেন শতক। গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে শতকের পর দ্বিতীয় টেস্টে খেলেছিলেন ৮০ ও ৫৭ রানের ইনিংস। গড়টা ৮০। এবার রোহিতের সামনে সেই দক্ষিণ আফ্রিকা, যে সফরে কখনোই নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি। ২০১৩ সালে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুই টেস্টে ছিলেন পুরোপুরি ব্যর্থ। এরপর ২০১৮ সালের সিরিজের কথা তো বলাই হয়েছে। সব মিলিয়ে রোহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট খেলেছেন ৪টি। ৮ ইনিংসে তাঁর গড় ১৫.৩৭।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাটিং করা সব সময়ই কঠিন। তাই বলে রোহিতের মতো অমিত প্রতিভার ব্যাটসম্যান টানা ৮ ইনিংসে ব্যর্থ হবেন! এই দক্ষিণ আফ্রিকায়ই বিরাট কোহলি ১৪ ইনিংসে রান করেছেন ৫১.৩৫ গড়ে, এমনকি এই দক্ষিণ আফ্রিকায় পেসার ভুবনেশ্বর কুমারেরও ৪ ইনিংসে ব্যাটিং গড় ৩৩।

ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ নেইমার

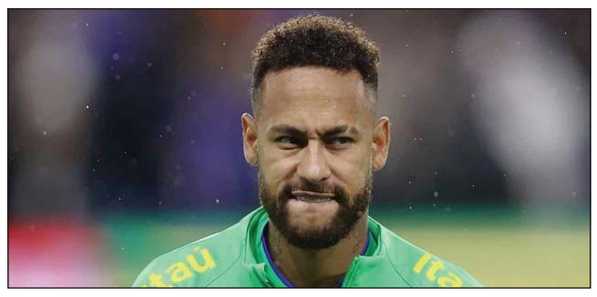

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান ইউটিউবার ও কৌতুক অভিনেতা হুইন্দেরসন নুনেসের সঙ্গে জেসিকা কানেদো নামে এক ছাত্রীর কথিত প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে একটি ভুয়া স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেটিকে সত্যি ধরে নিয়ে সংবাদ প্রচার করতে থাকে ব্রাজিলের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম।

যদিও সম্পর্কের বিষয়টি শুরু থেকেই অস্বীকার করে এসেছেন নুনেস ও কানেদো। তাঁরা একে-অপরকে চেনেন না, এমনকি কখনো দেখা হয়নি বলেও দাবি করেন। এরপরও ব্রাজিলের বিনোদন সাংবাদিক রাফায়েল সুসা অলিভেইরা বিষয়টি নিয়ে তাঁর ইনস্টাগ্রাম ও এক্স অ্যাকাউন্ট 'চোকেই'তে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

নিজেকে নিয়ে ভিত্তিহীন সংবাদ ও অনুষ্ঠান হয়তো সহজভাবে নিতে পারেননি জেসিকা কানেদো। ২২ বছর বয়সী এ তরুণী গতকাল আত্মহত্যা করেন। দেশটির সিভিল পুলিশও (তদন্তকারী রাজ্য পুলিশ) কানেদোর মৃত্যুকে সম্ভাব্য আত্মহত্যার মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করেছে।

এই মৃত্যুর ঘটনা নেট-দুনিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়েছে, যা সমাজে মেয়েটির ব্যাপারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইউটিউবার নুনেস ও ছাত্রী কানেদোর কথিত প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে মুখরোচক সংবাদ ও কানেদোর মৃত্যুর খবর নেইমারের কানেও এসেছে। এ নিয়ে নিজ দেশের সংবাদমাধ্যমের ওপর বেজায় চটেছেন নেইমার।

চোটের সঙ্গে লড়াই করে চলা আল হিলাল স্ট্রাইকার আজ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ক্ষোভ ঝেড়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিদ্বেষীদের উদ্দেশে বলছি। তোমরা যারা ঘৃণা ছড়াও, যারা নিজেদের সবজান্তা ও সত্যের অধিকারী মনে করো, যারা সাধু সেজে থাকো, যেন কখনো ভুল করো না; তাদের অভিনন্দন। তোমরা আরেকজনকে শিকার করেছ।' ব্রাজিলের সব ধরনের সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে নেইমার আরও লিখেছেন, 'তারা যা প্রকাশ করে, সেটার প্রতি খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আমি সত্যিই সেসব মানুষকে ঘৃণা করি, যারা নিজের পরিচয়ের আড়ালে অন্য কারও সম্পর্কে বাজে কথা বলে। (সত্যতা যাচাই না করেই) সবার আগে সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা কারও জীবন শেষ করে দিতে পারে। সবাই মানসিকভাবে শক্ত নয়।'

গত ১৭ অক্টোবর উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বাঁ হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায় নেইমারের। গত ২ নভেম্বর ব্রাজিলের বেলো হরিজেন্তের একটি হাসপাতালে তাঁর হাঁটুর অস্ত্রোপচার করানো হয়।

এরপর থেকে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি সেরে উঠে মাঠে ফিরতে আরও অন্তত আট মাস লাগবে। তাই আগামী বছর কোপা আমেরিকায় খেলতে পারবেন না।

শীতের আমেজ গায়ে মেখে বাঙালিরা ফুটবল খেলা উপভোগ করতে যেকোন প্রদেশকে পিছনে ফেলবে। রবিবার উঃ ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গার দক্ষিণ চৌরাশি গ্রামে জমকালো ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রহিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজী, প্রাক্তন প্রধান পারভিন সুলতানা সহ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা ও ক্লাব কর্মকর্তারা।

পেনাল্টি না পেয়ে ক্ষুব্ধ ক্লপ

আপনজ ডেস্ক: ম্যাচ জেতো, অ্যাস্টন ভিলা ও আর্সেনালকে টপকে শীর্ষে ওঠো–গতকাল ঘরের মাঠে আর্সেনালের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে লিভারপুলের সামনে ছিল এই সমীকরণ। এমন সমীকরণের ম্যাচে আর্সেনালের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে লিভারপুল। এই ড্রয়ে পয়েন্ট তালিকায় ভিলাকে টপকে দুইয়ে উঠলেও শীর্ষে ওঠা হয়নি তাদের। তবে এমন ড্রর দিনে পেনাল্টি না পেয়ে ক্ষোভ ঝেরেছেন লিভারপুলের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। গতকাল ম্যাচের ১৯ মিনিটে বক্সের মধ্যে বল হাতে লাগে আর্সেনাল মিডফিল্ডার মার্টিন ওডেগার্ডের। সঙ্গে সঙ্গেই পেনাল্টির জন্য আবেদন করেন লিভারপুলের ফুটবলাররা। তবে ইংলিশ রেফারি ক্রিস কাভানাগ সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে খেলা চালিয়ে যান। আর ভিএআরেও বিষয়টি দেখা হয়নি। ক্লপের ক্ষোভটা মূলত এখানেই। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত , কেউ এসে আমাকে ব্যাখ্যা করবে, এটা কেন হ্যান্ডবল নয়। আমি জানি না কীভাবে? বলছি না রেফারি দেখতে পেরেছে। কারণ, আমি জানি না সে তখন কোথায় ছিল। কিন্তু কীভাবে অফিসে (ভিএআরের জন্য মনিটরের সামনে বসে থাকা কর্মকর্তা) বসে একজন এটা দেখার পর এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে ঘটনাটি রেফারির আরেকবার দেখার মতো নয়?' গতকাল ড্র করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে বড়দিন উদ্‌যাপন করতে পেরেই খুশি আর্সেনাল। তাই আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতাও এসব নিয়ে ভাবতে চাইছেন না। এই ঘটনা নিয়ে আরতেতা বলছেন, 'দুটি বড় সিদ্ধান্ত ছিল। আমি ঘটনা দুটি দেখিনি। আমাকে আগেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তবে আমি দেখিনি।' ৪ মিনিটেই কাল অ্যানফিল্ডকে চুপ করিয়ে দেন আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল। লিভারপুল সমতায় ফেরে ২৯ মিনিটে। বাঁ পায়ের দারুণ এক কোনাকুনি শটে গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ১-১ সমতাতেই শেষ হয় ম্যাচ। ১৮ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট আর্সেনালের। সমান ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট করে লিভারপুল ও ভিলার। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকাতেই দুইয়ে লিভারপুল। ১৮ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে টটেনহাম।

নেরোকাকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল মহমেডান, তারা টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত। তার মধ্যে ৮টিতে জিতেছে সাদা-কালো ব্রিগেড। ৩টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। এখনও কোনও ম্যাচ তারা হারেনি। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে রয়েছে ব্ল্যাক প্যান্থারসরা। এবার সাদা-কালো বাহিনীর কাছে হারল নেরোকা এফসি। খেলার ফলাফল ২-১। দুই গোলদাতা ডেভিড লাহলানসাঙ্গা ও লামরেমসাঙ্গা ফানাই।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে খাজার 'শান্তির প্রতীক' ব্যবহারেও আইসিসির বাধা

আপনজন ডেস্ক: উসমান খাজা এবং আইসিসির নীরব যুদ্ধ চলছে। ফিলিস্তিনের সমর্থনে 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার এবং প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান' স্লোগান সম্বলিত জুতা ব্যবহারে বাধা পেলে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামেন অস্ট্রেলীয় ওপেনার। এতেও আইসিসি বিরোধ করে। এবার 'শান্তির প্রতীক' ছাপানো বিশেষ ব্যাট এবং জুতা নিয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন খাজা। তবে এই পদক্ষেপেও আইসিসির অনুমোদন পাননি তিনি।

আগামীকাল মেলবোর্নে শুরু হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট। বক্সিং ডে টেস্টের আগে গতকাল অনুশীলনে ব্যাট এবং জুতায় শান্তির প্রতীক পায়রা ও '০১:টউঐখ' লেখা স্টিকার লাগিয়ে অনুশীলন করতে দেখা যায় উসমান খাজাকে। 'সব মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এবং মর্যাদা ও অধিকারেও তারা সমান'- আন্তর্জাতিক এই মানবাধিকার ঘোষণার রেফারেন্স হিসেবেই '০১:টউঐখ' সংকেতটি ব্যবহার করা হয়।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে কী ধরনের বার্তা আইসিসি অনুমোদন দিতে পারে, সেটি জানতেই কয়েক দিনে বেশ কয়েকবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) সঙ্গে বৈঠক করেন খাজা। দ্য অস্ট্রেলিয়ান ও মেলবোর্ন এইজ জানিয়েছে, শান্তির প্রতীকেও খাজাকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আইসিসি।

পার্থ টেস্টে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন জানিয়ে বিশেষ জুতা পরতে চেয়েছিলেন উসমান খাজা। তবে আইসিসির হুঁশিয়ারির মুখে 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার এবং প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান' স্লোগান সম্বলিত জুতা পরার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার। শান্তির মুখে পরার আশঙ্কায় স্লোগান টেপ দিয়ে ঢেকে খেলতে নামেন খাজা।

যদিও সেই ম্যাচে কালো আর্মব্যান্ড পরেন তিনি। এতে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ তুলে খাজাকে তিরস্কার করে বিবৃতি দেয় আইসিসি।

গাজায় ইসরায়েলের হামলা নিয়ে গত শুক্রবার কথা বলেন উসমান খাজা। তিনি বলেন, 'ইনস্টাগ্রামে চোখ রাখলেই দেখি নিরীহ শিশুরা মারা যাচ্ছে, প্রচণ্ড রকম মানসিক আঘাত পাই আমি। আমি কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে এসব করছি না। আমি শুধু চাই, আমার মনের অবস্থাটা বোঝাতে, কী ঘটছে, তাতে আলোকপাত করতে।'

খাজা বলেন, 'আমি শুধু আমার ছোট মেয়ের কথা ভাবি। এটি নিয়ে কথা বলতে আসলে আবেগি হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে এটিই কারণ। আমার গোপন কোনো অ্যাজেন্ডা নেই, আমি কিছু পাব না। আমার শুধু মনে হচ্ছে, এ নিয়ে কথা বালাটা আমার দায়িত্ব।'

ক্রিকেট ম্যাচে ভোটার সচেতনতায় বিডিও

সুরজীৎ আদক● শ্যামপুর

আপনজন ডেস্ক: রবিবার হাওড়া গ্রামীন জেলার শ্যামপুরে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক শ্যামপুর ফুটবল মাঠে আয়োজিত ২৭'তম বর্ষের ১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় নতুন, পুরানো এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের তাঁদের মূল্যবান ভোট দেওয়ার জন্য সচেতনতামূলক বিশেষ প্রচার করলেন শ্যামপুর-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তন্ময় কার্যী। বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর-১নং ব্লকের অনান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

সরকারের হস্তক্ষেপে বিপাকে পাকিস্তান ক্রিকেট

আপনজ ডেস্ক: এখন থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বড় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে দেশটির সরকারের থেকে অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ পিসিবির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে পাকিস্তান সরকার।

পিসিবির কর্মকর্তাদের কাছে একটি চিঠি দিয়েছে দেশটির সরকার। সেখানে বলা হয়, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তে সরকারের অনুমোদন পেতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এনিয়ে বিপাকে পড়ছে পিসিবি।

এই কারণে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ড্রাফট হয়ে গেলেও এই টুর্নামেন্টে সূচি প্রকাশ করতে পারেনি পিসিবি। এমনকি মিডিয়া রাইটসও বিক্রি করতে পারেনি। অথচ এবারের পিএসএল শুরুর কথা আছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে।

পিএসএলের সাফল্যের অনেকাংশই নির্ভর করছে মিডিয়া রাইটস বিক্রির ওপর। কোন মিডিয়া পিএসএল সম্প্রচার করছে, সেটি বড় ভূমিকা রাখবে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এ টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে। মিডিয়া রাইটস বিক্রি না হওয়ায় পিএসএলের নবম মৌসুমের সূচি প্রকাশ করতে পারছে না পিসিবি।

আবার এমন বিলম্বের কারণে পিএসএলের সম্ভাব্য মিডিয়া রাইটসের দাম কমে যেতে পারে। সরকার চায় পিসিবি স্বল্প মেয়াদে চুক্তি করুক। মূলত এই কারণে বিপাকে পড়েছে পিসিবি।

সরকারের এমন হস্তক্ষেপ থাকায় ইতোমধ্যে সাত-আটটি দরপত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**